ভগবৎ-দর্শন

হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের পত্রিকা

প্রতিষ্ঠাতা আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা।

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের ট্রাস্টি শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ ● **সম্পাদক** শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ ● **সহ-সম্পাদক** শ্রী নিতাই দাস ও সনাতন গোপাল দাস ● **সম্পাদকীয় পরামর্শক** পুরুষোত্তম নিতাই দাস ● **অনুবাদক** স্বরাট মুকুন্দ দাস ও শরণাগতি মাধবীদেবী দাসী ● **প্রুফ সংশোধক** সুধাম নিতাই দাস ও সনাতনগোপাল দাস ● **প্রবন্ধক** জয়ন্ত চৌধুরী ● **প্রচ্ছদ/ডিটিপি** শ্রবণ ধারা ● **হিসাব রক্ষক** বিদ্যাধর দাস ● **গ্রাহক সহায়ক** জিতেন্দ্রিয় জনার্দন দাস ও ব্রজেশ্বর মাধব দাস ● **সৃজনশীলতা** রঙ্গীগৌর দাস ● **প্রকাশক** ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের পক্ষে **সত্যদর্শী নন্দ** দ্বারা প্রকাশিত ● **অফিস** অজন্তা অ্যাপার্টমেন্ট, ১০ গুরুসদয় রোড, ফ্ল্যাট ১-বি, কলকাতা-৭০০০১৯, মোবাইলঃ ৯০৭৩৭৯১২৩৭,

মেলঃ btgbengali@gmail.com

বাৎসরিক গ্রাহক ভিক্ষা ভগবৎ-দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার **(বুক পোস্ট)** ১ বছরের জন্য - ২৫০ টাকা, ২ বছরের জন্য - ৫০০ টাকা ● ভগবৎ-দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার **(রেজিস্ট্রি পোস্ট)** ১ বছরের জন্য - ৫০০ টাকা ● ভগবৎ-দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার **(ক্যুরিয়ার সার্ভিস)** ১ বছরের জন্য - ৫০০ টাকা (কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গে), ১ বছরের জন্য - ৭২০ টাকা (পশ্চিমবঙ্গের বাইরে) ● **মানি অর্ডার উপরিউক্ত ঠিকানায় ডাকযোগে পাঠান অথবা নিম্নলিখিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে আপনার গ্রাহক ভিক্ষার টাকা জমা করুন।**

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক (কোলকাতা প্রধান শাখা)
৭, শেক্সপিয়ার সরণী, কোলকাতা
ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর - ০০৫০১০১০০৩২৯৪৩৯
আই.এফ.এস.সি - UTIB 0000005
ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নাম - ইসকন

আপনার ঠিকানা পরিবর্তন অথবা গ্রাহক ভিক্ষা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে উপরিউক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

আপনার প্রশ্নের শীঘ্র উত্তর পেতে হলে আপনার সাম্প্রতিক গ্রাহক ভিক্ষার রসিদ এবং তার বিবরণটি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। আট সপ্তাহের মধ্যে আপনাকে সহায়তা দেওয়া হবে।

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট
বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,
পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪১৩১৩

২০২০ ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট দ্বারা সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

ভগবৎ-দর্শন

৪৩ বর্ষ ▪ ১১শ সংখ্যা ▪ মাধব ৫৩৩ ▪ জানুয়ারী ২০২০

বিষয়-সূচী

৩ প্রতিষ্ঠাতার বাণী

আপনি পরম নন

কৃষ্ণ ভগবদ্গীতাতে আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন 'শুধুমাত্র আমার শরণ নাও, আমি সর্বতোভাবে রক্ষা করব' এবং আমরা কৃষ্ণের শরণ নিয়েছি। এটিই যথেষ্ট। শিশু হাঁটতে চেষ্টা করছে কিন্তু সে অক্ষম এবং পড়ে যাচ্ছে। বাবা বললেন, 'হে আমার প্রিয় পুত্র, শুধুমাত্র আমার হাতটি ধর।' তখন শিশুটি সুরক্ষিত।

৪

৬ প্রচ্ছদ কাহিনী

গৃহস্থ আশ্রমের উদ্দেশ্য

এই জড়দেহ হলো আত্মার বস্ত্র। দেহ ও মনের ভিত্তিতে আমাদের যে পরিচয় তা অনিত্য এবং মায়া। আমাদের প্রকৃত পরিচয় হলো কৃষ্ণ এবং তাঁর ভক্তদের প্রিয় দাস। এই জড়জগতে আমরা যা কিছু করছি তা চিন্ময় লোকে আমাদের নিত্য জীবনের অভ্যাস, যেখানে আমরা শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর ভক্তদের দিব্যপ্রেমে সেবা করবো।

৭

প্রবন্ধ

৫

১০ আদর্শ জীবন

বৃন্দাবনে ভজন

শ্রীল প্রভুপাদের উদাহরণের ওপর ধ্যান করতে গিয়ে আমাকে প্রবল ভাবে স্মরণ করায় যে, প্রবচন/প্রচারই হচ্ছে প্রথম এবং মূল সেবা। সরাসরি কৃষ্ণকথা বললে আমরা আপনা আপনি কৃষ্ণের ঘনিষ্ঠ হয়ে যাবো যেমন করে ব্রজবাসীরা কৃষ্ণের ঘনিষ্ঠ।

১৪ আচার্য বাণী

সহজিয়াদের মনকলা

যতক্ষণ মানুষ তম এবং রজগুণের অধীনে থাকবে, ততক্ষণ সে ভগবানকে অবজ্ঞা করবে, সে ভগবানকে ভয় করবে না। তাই নিষ্ঠাবান ভক্ত এই দুর্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করে কমপক্ষে সত্ত্বগুণের স্তরে উন্নীত হওয়ার চেষ্টা করবেন। কেন না, এই সত্ত্বগুণ মানুষকে শাস্ত্রবিধি মেনে চলার ক্ষমতা এবং যোগ্যতা প্রদান করবে।

১০

১৭ শাস্ত্রীয় দৃষ্টিকোণ

শ্রীমদ্ভগবদগীতার প্রাথমিক আলোচনা

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পুরুষ অবতার রূপে কারণোদকশায়ী বিষ্ণু দুর্গাদেবীর প্রতি ঈক্ষণ করেন। মহাবিষ্ণু সরাসরি দুর্গাদেবীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেন না, তাই শিবলিঙ্গ-এর মাধ্যমে এ ব্রহ্মে গর্ভধারন করেন, যা থেকে জীবের জন্ম হয়। এই কারণে ভগবান বলেছেন, আমি বীজ প্রদানকারী পিতা।

১১

২৫ কাহিনী

ব্রহ্মসংহিতা

তিনি অনাদি, সকলেরই আদি তিনি গোবিন্দ। কৃষ্ণ স্বয়ংরূপে অনাদি। যখন কিছুই ছিল না, তখন তিনিই ছিলেন। যখন কিছুই থাকবে না, তখন তিনিই থাকবেন। কৃষ্ণ অনাদি। তাঁর থেকেই সবকিছু উৎপত্তি। অহং সর্বস্য প্রভবঃ, (গীতা)।

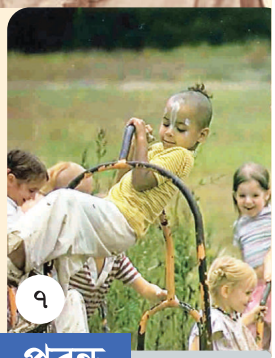

২৭

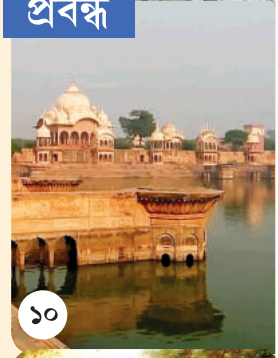

বিভাগ

৯ আপনাদের প্রশ্ন ও আমাদের উত্তর

ভক্তি অনুশীলন করছি

২২ ইসকন সমাচার

ইসকন ভক্ত ইউনাইটেড নেশনে মাল্টিফেথ অ্যাডভাইজরী কাউন্সিলে পদ পেল

৩০ অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রসাদ

মশলা ধোসা

২৮ ছোটদের আসর

কাঁঠালের স্বাদ

৩১ ভক্তি কবিতা

শ্রীবসন্ত পঞ্চমী

৩১

আমাদের উদ্দেশ্য

● সকল মানুষকে মোহ থেকে বাস্তবতা, জড় থেকে চিন্ময়তা, অনিত্য থেকে নিত্যতার পার্থক্য নির্ণয়ে সহায়তা করা। ● জড়বাদের দোষগুলি উন্মুক্ত করা। ● বৈদিক পদ্ধতিতে পারমার্থিক জীবনের পথ নির্দেশ করা। ● বৈদিক সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও প্রচার। ● শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করা। ● সকল জীবকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণ করানো ও তাঁর সেবা করতে সাহায্য করা।

সম্পাদকীয়

কিরূপে ২০২০ সালে অসীম আনন্দ উপভোগ করবো?

২০১৯ সাল অস্তাচলে, ২০২০ আগত। আমরা অধিকাংশই ২০২০ সালকে স্বাগতম্ জানানোর জন্য ব্যস্ত এবং এই আশা রাখছি যে, এই বছর সীমাহীন সুখ বহন করে নিয়ে আসবে এবং আমাদের সকল অপূর্ণ আশা পূর্ণ হবে। আমরা আরও আশা করছি যে, এই বছর যেন আমাদের কোনরূপ দুঃখ স্পর্শ করতে না পারে।

কিন্তু এটি সত্য নয় কি যে, গত বছর ঠিক শুরুর দিনগুলিতে আমরা একই আশা পোষণ করেছিলাম? শুধু গত বছর নয়, প্রকৃতপক্ষে প্রতিবছর আমরা এই আশা রাখি যে, আমাদের জীবন সমস্ত রকম দুর্দশা মুক্ত হবে। কিন্তু এটাই সত্য যে, ছায়ার মতো দুর্দশা সর্বদাই আমাদের অনুসরণ করে।

আমরা সর্বদাই মানসিক শান্তির অন্বেষণ করি কিন্তু যেভাবেই হোক অন্য অনেক অপ্রীতিকর ঘটনা আমাদের জীবনে ঘটতে থাকে, যা আমাদের মনের শান্তিকে হরণ করে নিয়ে যায়। আমরা সুস্বাস্থ্য চাই কিন্তু বিস্ময়করভাবে আমরা বহুরোগ দ্বারা আক্রান্ত হই।

শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে যে, আমরা সর্বদাই তিনটি ক্লেশ দ্বারা আক্রান্ত — আধি দৈবিক ক্লেশ (দেবতা প্রদত্ত ক্লেশ যথা খরা, ভূমিকম্প এবং ঝড়), আধিভৌতিক ক্লেশ (অন্যান্য জীবজন্তু যথা পোকামাকড় বা শত্রু দ্বারা) এবং আধ্যাত্মিক ক্লেশ (নিজের দেহ এবং মন দ্বারা যথা মানসিক ও দৈহিক রোগ)।

দুর্দশার জন্য আমরা আমাদের নিয়তিকে দোষারোপ করতে পারি বা দৈবশক্তিকে দুষতে পারি, কিন্তু সত্য এটাই যে, আমাদের জীবনের সমস্ত সুখ এবং দুঃখের জন্য দায়ী আমরাই। আমরা আমাদের জীবনে পাপ কর্মের প্রভাবে ক্লেশ ভোগ করি — হতে পারে এই জন্মে বা বিগত জন্মগুলিতে।

পদ্মপুরাণ ব্যাখ্যা করে যে, পাপের জন্য সর্বদা চার প্রকারের ফল ভোগ করতে হয়, (১) যে পাপ কর্ম এখনো ফলবতী হয়নি, (২) যে পাপকর্ম বীজ অবস্থায় বিদ্যমান, (৩) যে পাপ কর্ম যা পূর্বেই পরিপক্ক হয়েছে এবং (৪) যে পাপ কর্ম প্রায় পরিপক্ক হয়েছে। যে মর্মপীড়া থেকে আমরা এখন ক্লেশভোগ করছি তা 'প্রায় পরিপক্ক' পাপ কর্মের ফল। এবং যে সমস্ত পাপকর্ম বীজ অবস্থায় বিদ্যমান অথবা ফলবতী হয়নি তা ভবিষ্যতের ক্লেশ ভোগের কারণ হবে। সুতরাং যখন ক্লেশ হঠাৎ করে আমাদের জীবনে প্রতীয়মান হয় এর অর্থ এই যে, আমাদের জীবনের সুপ্ত পাপবীজটি পরিপক্ক হয়েছে। আমরা যা কিছু পাপ কর্ম করছি তা আমাদের ভবিষ্যত জীবনে ক্লেশ বহন করে নিয়ে আসবে। সুতরাং আমাদের অপকর্মের জন্য অন্যকে দোষারোপ করা ভুল।

তাই যদি আমরা সুখ এবং শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করতে চাই তাহলে আমাদের পাপ কর্ম থেকে মুক্ত থাকতে হবে। সমস্ত পাপকে দগ্ধ করে ভস্মে পরিণত করতে হবে। এটি শুধুমাত্র তখনই সম্ভব যদি আমরা পরম নিয়ন্তা পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আমাদের জীবনে নিয়ে আসি।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, 'প্রিয় উদ্ধব, ঠিক যেমন জলন্ত অগ্নি জ্বালানী কাঠকে ভস্মে রূপান্তরিত করে, তেমনই ভক্তি, আমার ভক্তের কৃত পাপ সমুহকে সম্পূর্ণরূপে ভস্মে পরিণত করে।'

সুতরাং এই নববর্ষে আসুন আমরা আমাদের জীবনে শ্রীকৃষ্ণকে সুস্বাগতম জানাই। আসুন আমরা শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণের প্রতিজ্ঞা করি। এটি আমাদের জীবনে অসীম সুখ শান্তির নিশ্চয়তা প্রদান করবে যেটির জন্য আমরা নিদারুণভাবে তাকিয়ে আছি। শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করার সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ — হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

শিষ্যদের সাথে প্রাতঃভ্রমণের সময় কথোপকথন, বৃন্দাবন, সেপ্টেম্বর, ১৯৭৫

আপনি পরম নন

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য

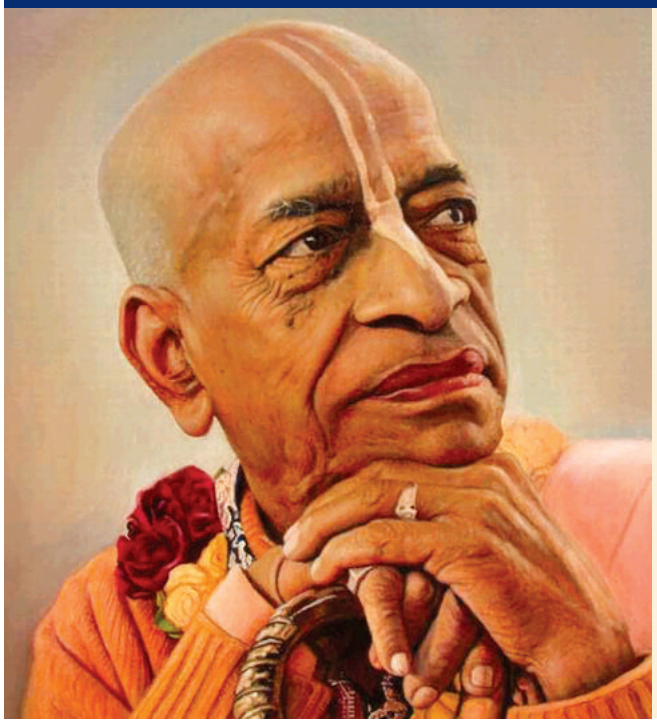

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং জীবাত্মা উভয়েই পূর্ণ সচেতন। জীবাত্মার চেতনা নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চেতনা সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। এইটিই তফাৎ।

ভক্ত ঃ মায়াবাদীরা (নির্বিশেষবাদী) বলেন যে, যখন আমরা মুক্তি প্রাপ্ত হই তখন আমরাও সর্বত্র পরিব্যাপ্ত থাকবো। আমরা ব্রহ্মে লীন হব এবং একক সত্ত্বা বিলুপ্ত হবে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ এর অর্থ হচ্ছে যে, আপনি সব কিছু বিস্মৃত হবেন। যা কিছু ক্ষুদ্র চেতনাও ছিল তা ধ্বংস হবে।

ভক্ত ঃ কিন্তু আমরা যা বিস্মৃত হব তা যেভাবেই হোক, মায়া।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ যদি এটিই মুক্তি হয়, তাহলে আমাকে তোমায় হত্যা করতে দাও। আপনি সমস্ত কিছুই বিস্মৃত হবেন মুক্তি। (হাসি)

(একজন পথচারী হিন্দি গান গাইছেন) সে গাইছে এই হচ্ছে মুক্তি, 'হে আমার ভগবান কৃষ্ণ আমি কখন তোমার শ্রীচরণ পদ্মে আশ্রয় নেব?' এইটি হচ্ছে মুক্তি। ঠিক একজন শিশুর ন্যায় যে তার পিতামাতার পূর্ণাশ্রিত সে মুক্ত। তার কোন উদ্বেগ নেই। সে দৃঢ় বিশ্বাসী, 'ওহ! আমার পিতামাতা বর্তমান, তারা আমার জন্য যা করবে আমার ভালোর জন্যই করবে। কেউ আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।'

ভক্ত ঃ নির্বিশেষবাদীরা বলেন মুক্তিতেই সমস্ত দুর্দশার অবসান।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ, যদি আপনি পূর্ণরূপে উদ্বিগ্ন তাহলে আপনার মুক্তি কোথায়?

ভক্ত ঃ তারা বলেন যে, পরমের সঙ্গে এক হয়ে গেলে এটি সম্পন্ন হতে পারে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ কৃষ্ণ হচ্ছেন পরম চেতনা। তাই যদি আপনার চেতনাই লুপ্ত হয়ে যায় তাহলে কিভাবে আপনি তাঁর সঙ্গে একাত্ম হবেন?

ভক্ত ঃ আচ্ছা এটা ঠিক তা নয় যে, আমরা আমাদের চেতনা হারাচ্ছি বরং আমরা পরম চেতনাতে বিলীন হচ্ছি।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ এর অর্থ যে আপনি ভগবান হতে চান। কিন্তু আপনি এখন ভগবানের থেকে স্বতন্ত্র কেন?

ভক্ত ঃ এটি আমার লীলা।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ কিন্তু যদি আপনার এটি লীলাই হয় তাহলে কেন আপনি মুক্তিলাভের জন্য এত কঠোরতা অবলম্বন করছেন?

ভক্ত ঃ বক্তব্য এটা যে পরম চেতনা হচ্ছে নিরাকার, কিন্তু আমরা এখন সাকার। সুতরাং যখন আমরা পরম চেতনা প্রাপ্ত করি তখন আমরাও নিরাকার হয়ে যাবো।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ কিন্তু যদি আপনি পরম হন তাহলে আপনি নিরাকার হবেন কিভাবে? আপনাকে সাকার কে করলো? আপনি সাকার হতে পছন্দ করেন না — দেহ এত দুর্দশা বহন করে আনে— সুতরাং আপনি মুক্তি চাইছেন। কিন্তু যেই আপনাকে সাকার তৈরী করেছে — তিনিই পরম। আপনি পরম নন।

ভক্ত ঃ আমি নিজেকে মায়াতে লিপ্ত করেছি যাতে করে আমি মুক্তিলাভ করার আনন্দ উপভোগ করতে পারি।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ কোন কোন বিবেকবান মানুষ নিজেকে এমন স্থানে স্থাপন করবে যেখানে জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধির নিরন্তর পদাঘাত সহ্য করতে হবে? উপভোগ কি?

ভক্ত ঃ যন্ত্রণা ছাড়া আপনি কিভাবে সুখের অনুভব করবেন?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ তাহলে আমাকে তোমায় পদাঘাত করতে দাও এবং আমি তা বন্ধ করলে তুমি আনন্দ উপভোগ করো।

ভক্ত ঃ আদর্শ হচ্ছে এই যে, জড় জগতের দুর্দশা ভোগ করার পরই মুক্তিতে আনন্দ প্রাপ্তি হয়।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ কিন্তু কেন এই দুর্দশা? আপনি যদি পরম

হন তাহলে কেন সেখানে আপনার জন্য দুর্দশা বিদ্যমান? এই মূর্খামি কেন — 'ক্লেশ ভোগ আমার লীলা?'

ভক্ত ঃ এই ক্লেশ শুধুমাত্র তাদের জন্য যাদের এই বোধ নেই যে, তারা পরম। তাই যারা এই রকম তার ক্লেশ ভোগ করে, কিন্তু আমি করি না।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ তাহলে আপনি একটি শূকর বা কুকুরের ন্যায়। তারা অনুভব করতে পারে না যে, এটিই দুর্দশা। কিন্তু আমরা অনুভব করতে পারি। তাই মায়াবাদীরা হচ্ছেন মোহাচ্ছন্ন, মূর্খ এবং রাস্কেল, কে জানে না দুর্দশা কি বা উপভোগ কি। মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্। কৃষ্ণ বলেছেন, 'মূর্খ এবং মূঢ় ব্যক্তিরা জানে না যে, আমিই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ।' সুতরাং বহু জন্ম ক্লেশ ভোগ করার পর এবং মূর্খের ন্যায় বহু কথা বলার পর কেউ একজন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিকট শরণাগতির জ্ঞান প্রাপ্ত হয় (বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে)। এটিই হচ্ছে জ্ঞান। যখন কোন ব্যক্তি অবগত হয় — আমি শুধুমাত্র ক্লেশ ভোগ করেছি এবং কতগুলো কথার ভেলকিতে নিজেকে প্রতারণা করতে করতে আমি ক্লান্ত তখন সে কৃষ্ণের শরণাপন্ন হয়।

ভক্ত ঃ সুতরাং মায়াবাদ দর্শন প্রকৃতপক্ষে সর্বোচ্চ ভ্রম?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ, মায়াবাদী ভাষ্য শুনিলে হয় সর্বনাশ। যিনি মায়াবাদীদের দর্শন অনুসরণ করেন তিনি শেষ। তিনি বিনাশ প্রাপ্ত হবেন। তিনি ঐ মিথ্যা দর্শনে নিমগ্ন হয়ে পড়বেন এবং প্রকৃত দর্শন কখনোই অনুধাবন করতে পারবেন না। মায়াবাদীরা পাপী, অপরাধী, সুতরাং তারা চিরকাল অজ্ঞানের অন্ধকারে থেকে যাবে এবং নিজেদেরকে ভগবান ভাববে। তারা প্রকাশ্যে প্রচার করে, 'কেন আপনি নিজেকে পাপী মনে করছেন? আপনি ভগবান।'

ভক্ত ঃ খ্রীষ্টানদের পাপ সম্বন্ধে ধারণা আছে। যখন মায়াবাদীরা আমেরিকা গিয়েছিল, তারা খ্রীষ্টানদের বলেছিল, 'পাপের তত্ত্বকথা ভুলে যান। আপনি যা করছেন সমস্তই সঠিক, কারণ আপনি ভগবান।'

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ খ্রীষ্টান পুরোহিতরা মায়াবাদ দর্শনকে পছন্দ করতেন না। মায়াবাদীরা নাস্তিক, বৌদ্ধদের থেকেও। বৌদ্ধরা বেদের তত্ত্বকে স্বীকার করে না। তাহলে তাদেরকেও নাস্তিক বলা যায়। কিন্তু মহামূর্খ মায়াবাদীরা বেদকে স্বীকার করে কিন্তু নাস্তিকবাদ প্রচার করে। সুতরাং তারা বৌদ্ধদের থেকেও বেশী বিপদজনক। বৌদ্ধরা যদিও তারা অনুমিত নাস্তিক কিন্তু তারা ভগবান বুদ্ধের পূজা করেন। তিনি ভগবান কৃষ্ণের এক অবতার, সুতরাং তারা একদিন মুক্তি প্রাপ্ত হবে। কিন্তু মায়াবাদীরা কোনদিন মুক্তি প্রাপ্ত হবে না।

কৃষ্ণ ভগবদ্গীতাতে আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন (১৮।৬৬) 'শুধুমাত্র আমার শরণ নাও, আমি সর্বতোভাবে রক্ষা করব' এবং আমরা কৃষ্ণের শরণ নিয়েছি। এটিই যথেষ্ট। আমাদের পন্থা অতি সরল। শিশু হাঁটতে চেষ্টা করছে কিন্তু সে অক্ষম এবং পড়ে যাচ্ছে। বাবা বললেন, 'হে আমার প্রিয় পুত্র, শুধুমাত্র আমার হাতটি ধর।' তখন শিশুটি সুরক্ষিত।

কৃষ্ণ ভগবদ্গীতাতে আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন 'শুধুমাত্র আমার শরণ নাও, আমি সর্বতোভাবে রক্ষা করব' এবং আমরা কৃষ্ণের শরণ নিয়েছি। এটিই যথেষ্ট। শিশু হাঁটতে চেষ্টা করছে কিন্তু সে অক্ষম এবং পড়ে যাচ্ছে। বাবা বললেন, 'হে আমার প্রিয় পুত্র, শুধুমাত্র আমার হাতটি ধর।' তখন শিশুটি সুরক্ষিত।

এই মায়াবাদীরা ভগবানের বিধানের বিরুদ্ধে যায়। ভগবান বলেছেন, 'এই জীবাত্মারা আমার অবিচ্ছেদ্য অংশ,' এবং মায়াবাদীরা বলেন, 'আমিই ভগবান।' এটিই তাদের মূর্খামি। যদি তারা ভগবানের সমকক্ষ, তাহলে ভগবান কেন বলেছেন, 'আমার শরণাগত হও?' তারা ভগবান নয়। তারা চূড়ান্ত মূর্খ যারা নিজেদেরকে ভগবানের সমকক্ষ বলে দাবী করছে কারণ তারা ভগবানের শরণাগত হতে চায় না।

সুতরাং এই জ্ঞান যে, 'আমাকে অবশ্যই ভগবানের শরণাগত হতে হবে' বহু জন্মের পর আসে। তখন সে এই সমস্ত মিথ্যা বাক্যের ভেল্কি ত্যাগ করে এবং কৃষ্ণভাবনামৃতে প্রকৃত মুক্তি লাভ করে।

গৃহস্থ আশ্রমের উদ্দেশ্য

শ্রীমৎ গিরিরাজ স্বামী মহারাজ

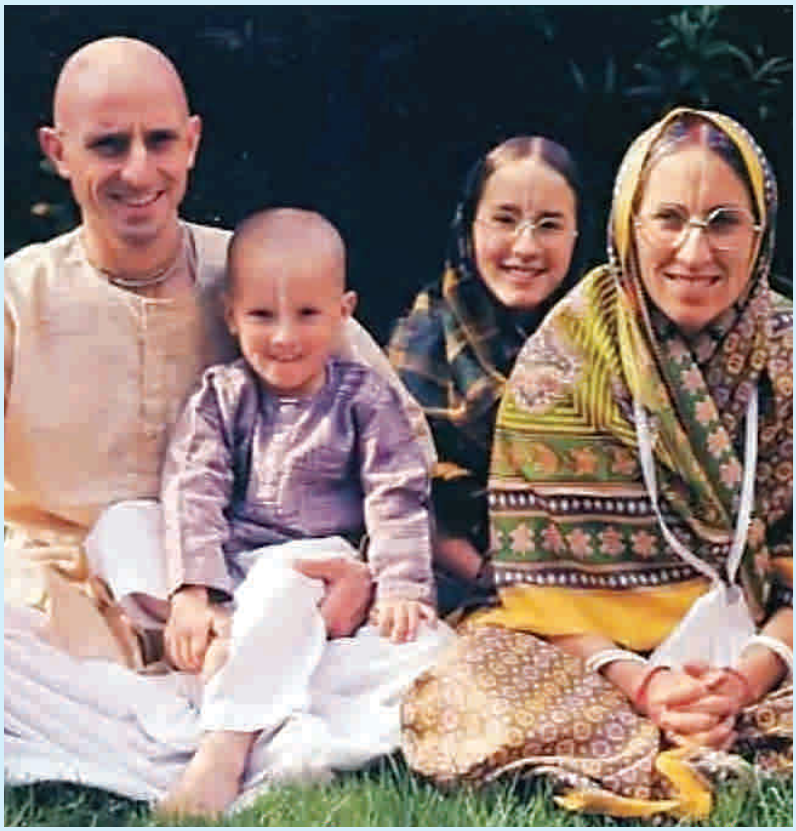

১৯৬৯ সালে যখন আমি প্রথম ইসকনে যোগদান করি, আমরা সবাই যুবক ছিলাম এবং আমাদের মধ্যে অনেকেই অবিবাহিত ছিল। কৃষ্ণভাবনামৃতে নবীন থাকায় শ্রীল প্রভুপাদের উপর এত নির্ভরশীল ছিলাম যে, প্রতিটি বিষয়েই তাঁকে জিজ্ঞাসা করতাম। যখন নববিবাহিত এক ভক্ত, অদ্বৈত দাস শ্রীল প্রভুপাদকে তার স্ত্রীর প্রতি প্রেম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন, শ্রীল প্রভুপাদ উত্তরে বলেন, 'একটি হাত অপর হাতকে প্রত্যক্ষভাবে ভালোবাসতে পারে না — পাকস্থলীর মধ্য দিয়ে যেতে হয়। অনুরূপভাবে, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে ভালোবাসতে পারে না যতক্ষণ না পর্যন্ত ভগবান কেন্দ্রে অবস্থান করেন।' দক্ষিণ হস্ত এবং বাম হস্ত দেহের মাধ্যমে যুক্ত হয়। এই উদাহরণে দুটি হস্ত হলো স্বামী ও স্ত্রী এবং দেহটি হলো শ্রীকৃষ্ণ।

প্রভুপাদ আমাদের বললেন, আমাদের চেতনাকে পরিবর্তিত করতে হবে এবং শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্রে স্থাপন করতে হবে। তিনি বলেন, সেটিই সকল কিছুকে পরিবর্তিত করে দেবে। আমাদের মিথ্যা অহঙ্কার কেন্দ্রে থাকলেই আমরা অনেক সমস্যার সম্মুখীন হব কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কেন্দ্রে অবস্থান করলে আমাদের সম্পর্কে একতা থাকবে।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঈর্ষাবশতঃ আমরা জড়জগতে এসেছি। আমরা শ্রীকৃষ্ণের স্থান গ্রহণ করে ভোক্তা, নিয়ন্ত্রক এবং অধীশ্বর হতে চাই। জড়জগতে আবদ্ধ অস্তিত্বে এই আমাদের ভাব। জড় জগতে এসে শুধু কৃষ্ণের সাথে নয়, তাঁর অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাথেও আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করি। এই অহঙ্কারীভাব গৃহে প্রবেশ করে। আমরা ভোক্তা, নিয়ন্ত্রক, অধীশ্বর হওয়ার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করি এবং সেটি সংঘর্ষে পরিণত হয় — বহু মিথ্যা ভগবান পরমেশ্বরতার জন্য যুদ্ধে রত।

কৃষ্ণভাবনামৃতের মাধ্যমে আমাদের মিথ্যা দেহজ পরিচয় আমাদের প্রকৃত পরিচয়ের অনুভব গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ — গোপীগণের ভর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণের দাসানুদাসানুদাস দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়।

যখন এক ভক্ত শ্রীল প্রভুপাদকে প্রশ্ন করেন, 'গুরুদের মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হলে আমাদের কি করণীয়?' তিনি উত্তরে বলেন, 'যদি প্রত্যেক ভক্ত ভাবেন, আমি কৃষ্ণের দাসদাসদাসানুদাস, তাহলে কোন দ্বন্দ্বই থাকবে না।' গৃহের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। যদি পরিবারের প্রতিটি সদস্যই ভাবেন এবং উপলব্ধি করেন, আমি কৃষ্ণের দাসদাসদাসানুদাস, সম্পর্কগুলি অত্যন্ত অনুকূল হবে। কিন্তু তার জন্য চেতনায় বিপ্লবের প্রয়োজন। আমরা জড় জগতে আছি কারণ আমরা প্রভুর প্রভুর প্রভু হতে চাই এবং সেই মনোভাবই নৈরাশ্য,

হতাশা এবং পুনঃপুনঃ জন্ম-মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়। কৃষ্ণের দাস দাস দাসানুদাস হওয়া আনন্দ এবং পরম মুক্তির দিকে নিয়ে যায়।

বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররূপে প্রথমে শ্রীল প্রভুপাদ এবং ভক্তদের সঙ্গে মিলিত হবার পর শীঘ্রই আমি শুনলাম যে, শ্রীল প্রভুপাদের গুরুদেব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন, কৃষ্ণভাবনামৃতে প্রবেশ করলে তুমি উপভোগের বোঝা থেকে মুক্ত হবে। প্রকৃতপক্ষে আমি সেই বোঝাকে উপলব্ধি করছিলাম কারণ প্রত্যেক সপ্তাহান্তে কে অধিক উপভোগ করল তার জন্য একটি সূক্ষ্ম এবং তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকত। সপ্তাহব্যাপী ছাত্রগণ এবং সম্ভবতঃ অধ্যাপকগণও উপভোগের পরিকল্পনায় ব্যস্ত। এই পরিকল্পনার মধ্যে রেস্তোরায় যাওয়া, চলচ্চিত্র, অনুষ্ঠান, পার্টিতে, ক্লাবে যাওয়া — সব অন্তর্ভুক্ত ছিল। আমি এই সকল কার্যক্রমের কোনটাই বাস্তবিক পছন্দ করতাম না এবং অন্যদের মতো উপভোগ করা আমার কাছে বোঝার মতো ছিল। পরবর্তীতে ছাত্রেরা একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করত, 'তুমি কি করেছ? কোথায় গিয়েছিলে?' 'ও, আমি পার্টিতে গিয়েছিলাম। আমরা অনেক আনন্দ করেছি...' 'ও, আমি ডেটে গিয়েছিলাম...'

এই বক্তব্য যে ভক্ত হলে তুমি সমস্ত উপভোগের ভাব থেকে মুক্ত হবে এটি আমার মধ্যে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। এইভাবে উপভোগের প্রচেষ্টা আমার কাছে কৃত্রিম মনে হতো। কারণ আত্মারূপে আমাদের প্রকৃত আনন্দ পরমাত্মার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনেই আসে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু প্রকৃত ভালোবাসাকে (প্রেম) বিষ্ণু বা কৃষ্ণের প্রতি একজনের প্রেমের প্রবণতারূপে ব্যাখ্যা করেছে।

অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্মপ্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ।।

'বিষ্ণুতে অনন্য মমতা অর্থাৎ বিষ্ণু একমাত্র মমতার পাত্র, আর কেউই নয়। এইরূপ প্রেম-সংযত মমতাকে ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব ও নারদ প্রভৃতি বৈষ্ণবেরা (প্রেম) ভক্তি বলে বর্ণনা করেছেন।'

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কুন্তী মহারাণীর কিছু সুন্দর প্রার্থনা আছে —

অথ বিশ্বেশ বিশ্বাত্মন্ বিশ্বমূর্তে স্বকেষু মে।
স্নেহপাশমিমং ছিন্ধি দৃঢ়ং পাণ্ডুষু বৃষ্ণিষু।।

'হে জগদীশ্বর, হে সর্বান্তর্যামী, হে বিশ্বরূপ, দয়া করে তুমি আমার আত্মীয়-স্বজন, পাণ্ডব এবং যাদবদের প্রতি গভীর স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করে দাও।' (ভা. ১।৮।৪১)

ত্বয়ি মেহনন্যবিষয়া মতির্মধুপতেহসকৃৎ।
রতিমুদ্বহতাদদ্ধা গঙ্গোবৌঘমুদন্বতি।।

'হে মধুপতি, গঙ্গা যেমন অপ্রতিহতভাবে সমুদ্র অভিমুখে প্রবাহিত হয়, তেমনই আমার একনিষ্ঠ মতি যেন নিরন্তর তোমাতেই আকৃষ্ট হয়।' (ভা. ১।৮।৪২)

আমরা কৃষ্ণভাবনামৃতে যত আন্তরিক হব, এই আমাদের প্রার্থনা হবে ঃ 'যেমন ভাবে গঙ্গা সমুদ্র অভিমুখে প্রবাহিত হয়, আমার প্রেম যেন কৃষ্ণের প্রতি নিরন্তর অপ্রতিহত থাকে।'

এই প্রার্থনা — 'কৃপা করে আমার পরিবার পরিজনের প্রতি আমার স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করে দাও। আমার প্রেম যেন অন্য কারও প্রতি না গিয়ে শুধুমাত্র তোমার প্রতি ধাবিত হয়' — কিছু প্রশ্নের উদ্ভব হয় ঃ অন্যান্য সম্পর্কের কি হবে? বন্ধু এবং পরিবারের সঙ্গে আমার সম্বন্ধের কি হবে?

তাৎপর্যে, শ্রীল প্রভুপাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ কথার উল্লেখ করেছেন। তিনি বলছেন, কুন্তীর পরিবারের সদস্যগণ সকলেই কৃষ্ণভক্ত। তাঁর পিতৃকুল, বৃষ্ণিগণও ভক্ত এবং তাঁর পুত্রগণ, পাণ্ডবগণও ভক্ত। ভক্তের প্রতি অনুরক্তি কৃষ্ণভাবনামৃত বা শুদ্ধভক্তির বৃত্তের বাইরে নয়। সেইজন্য যখন কুন্তী প্রার্থনা করেন, 'কৃপা করে আমার জ্ঞাতিবর্গের প্রতি গভীর স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করে দাও,' তিনি বলতে চেয়েছিলেন দেহাত্ম সম্বন্ধে যে স্নেহের বন্ধন তা তিনি ছিন্ন করতে চান।

'পাণ্ডব এবং বৃষ্ণিদের প্রতি তাঁর স্নেহ ভগবদ্ভক্তি বহির্ভূত ছিল না, কেননা ভগবানের সেবা এবং ভগবদ্ভক্তদের সেবা অভিন্ন। কখনো কখনো ভক্তের সেবা ভগবানের সেবা থেকেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এখানে পাণ্ডব এবং বৃষ্ণিদের প্রতি কুন্তীদেবীর স্নেহ ছিল পারিবারিক সম্পর্কের কারণে। জড় সম্পর্কজনিত এই স্নেহের বন্ধন হচ্ছে মায়ার সম্পর্ক, কেননা দেহ অথবা মনের সম্পর্ক বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাব থেকে উদ্ভুত। পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত আত্মার যে সম্পর্ক তা হচ্ছে প্রকৃত সম্পর্ক। কুন্তীদেবী যখন তাঁর পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন করতে চেয়েছিলেন, তিনি তখন দেহের সম্পর্কে আত্মীয়তার যে বন্ধন, সেই বন্ধন ছিন্ন করতে চেয়েছিলেন। দেহের সম্পর্ক জড়বন্ধনের কারণ, কিন্তু আত্মার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সম্পর্ক হচ্ছে মুক্তির কারণ। আত্মার সঙ্গে আত্মার সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা হয় পরমাত্মার মাধ্যমে।' (ভা ১।৮।৪১ তাৎপর্য)

এই জড়দেহ হলো আত্মার বস্ত্র। দেহ ও মনের ভিত্তিতে আমাদের যে পরিচয় তা অনিত্য এবং মায়া। আমাদের প্রকৃত পরিচয় হলো কৃষ্ণ এবং তাঁর ভক্তদের প্রিয় দাস। এই জড়জগতে আমরা যা কিছু করছি তা চিন্ময় লোকে আমাদের নিত্য জীবনের অভ্যাস, যেখানে আমরা শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর ভক্তদের দিব্যপ্রেমে সেবা করবো।

স্নেহের সম্পর্ক দুই ধরনের — একটি দেহজ এবং একটি আত্মার সম্পর্ক, আত্মার সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক যা পরমাত্মার মাধ্যমে হয়। যখন কুন্তী প্রার্থনা করেন, কৃপা করে আমার জ্ঞাতিবর্গের সঙ্গে স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করে দাও, তিনি সেই স্নেহের উল্লেখ করেছেন যা দেহজ সম্পর্কের উপর অবস্থিত যাতে একমাত্র আত্মার সম্পর্কগত স্নেহ রক্ষিত থাকে। দেহজ সম্পর্কের স্নেহ বন্ধন মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায় — যেখানে আত্মার সম্পর্কজনিত স্নেহ মুক্তি এবং নিত্যতার দিকে নিয়ে যায়।

সুতরাং আমাদের পারিবারিক সম্বন্ধকে ত্যাগ করতে হবে না কিন্তু তাদেরকে পরিশোধন করতে হবে। দেহজ সম্পর্কজনিত যে জড় সম্বন্ধ তাকে হ্রাস করে, আত্মার ভিত্তিতে যে চিন্ময় সম্পর্ক পরমাত্মার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে উজ্জ্বল করতে হবে। আমাদের সম্পর্কের চিন্ময়ত্ব যত পরিস্ফুট হবে, সম্পর্কগুলি ততই জীবনের সাফল্য এবং আনন্দের অনুকূল হবে।

বিবাহ প্রতিষ্ঠান বলে, 'বিবাহ তোমাকে সুখী করার জন্য নয়। এটি তোমাকে বিবাহিত করে এবং নিশ্চিন্ত ও পূর্ণ বিবাহিত জীবনে তুমি একটি সুরক্ষিত এবং সমর্থন পুষ্ট প্রতিষ্ঠানে থেকে তোমার নিজস্ব সুখ পেতে পার।' সুতরাং আমাদের বিবাহের উপর কাজ করতে হবে। আমাদের এই মায়ায় থাকলে চলবে না যে, বিবাহ সুখ প্রদান করে। কিন্তু আমাদের বিবাহের উপর কাজ করতে হবে। যাতে আমরা পারিবারিক এককের অংশরূপে ভালোভাবে কাজ করে এবং সেই এককের পারস্পরিক সমর্থন এবং আপেক্ষিক শান্তিতে থেকে আমাদের নিজস্ব আনন্দের সন্ধান করতে পারি যা একমাত্র প্রকৃত আনন্দ।

বৈবাহিক সম্বন্ধ কোন দম্পতির সন্তানের অন্তরে কৃষ্ণভাবনামৃত জাগরিত করে তাকে সুখী করার ভিত্তিস্থল। কিছু সময় পরে শ্রীল প্রভুপাদ অদ্বৈতের স্ত্রী বলাইকে লেখেন, 'জড়জাগতিক বিবাহে সাধারণতঃ অনেক সমস্যা এবং নৈরাশ্যের উৎপত্তি ঘটে কারণ স্বামী ও স্ত্রী উভয়েরই মূল লক্ষ্য হলো নিজস্ব ইন্দ্রিয়তৃপ্তি। সেইজন্য সেখানে দ্বন্দ্ব এবং বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু কৃষ্ণভাবনাময় বিবাহে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েরই মূল লক্ষ্য হলো সুন্দরভাবে কৃষ্ণের সেবা করা এবং সঙ্গীর পারমার্থিক জীবনের উন্নতিতে সহায়তা করা। এইরূপে স্বামী স্ত্রী উভয়েই একে অপরের প্রকৃত সহায়ক। বিচ্ছেদ বা ভয়ঙ্কর দ্বন্দ্বের সেখানে কোন প্রশ্নই নেই। সুতরাং আমি নিশ্চিত যে, এরূপ সুন্দর কৃষ্ণভক্ত পিতামাতা প্রাপ্তির ফলস্বরূপ তোমাদের সন্তান নন্দিনী অত্যন্ত ভাগ্যবতী। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ আমাদের নির্দেশ প্রদান করেছেন যে, ভক্ত পরিবারে কোন ব্যক্তির জন্মগ্রহণ করার অর্থ হলো, এই ব্যক্তি সকল জীবাত্মার মধ্যে পবিত্রতম। সুতরাং নন্দিনীকে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে কৃষ্ণভাবনামৃতে বড় করে তোলো, শ্রীকৃষ্ণ অবশ্যই তোমার এবং তোমার পরিবারের উপর আশীর্বাদ প্রদান করবেন।'

এই জড়দেহ হলো আত্মার বস্ত্র। দেহ ও মনের ভিত্তিতে আমাদের যে পরিচয় তা অনিত্য এবং মায়া। আমাদের প্রকৃত পরিচয় হলো কৃষ্ণ এবং তাঁর ভক্তদের প্রিয় দাস। এই জড়জগতে আমরা যা কিছু করছি তা চিন্ময় লোকে আমাদের নিত্য জীবনের অভ্যাস, যেখানে আমরা শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর ভক্তদের দিব্যপ্রেমে সেবা করবো। যেমন শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, যদি একজন হাইস্কুলের ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের কাজ করে সে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হবে। সুতরাং যদি আমরা জড়জগতে থেকে চিন্ময় জগতের কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত হই, আমরাও চিন্ময় জগতে উন্নীত হতে পারব। চিন্ময় জগতের মূল কর্ম হলো শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য দাসদের প্রতি প্রেমময় সেবায় নিয়োজিত হওয়া — শ্রীকৃষ্ণের দিব্যনাম এবং মহিমা কীর্তন এই সেবার অন্তর্ভুক্ত। চিন্ময় জগতের নিত্য প্রেমময় সেবাকর্মের যোগ্যতা অর্জনের জন্য প্রেমময় সেবা অভ্যাসের যোগ্য অবস্থা হলো গৃহস্থ আশ্রম।

প্রশ্ন ১। ভক্তি অনুশীলন করছি। সঠিকভাবে পালন করার চেষ্টা করছি। তবুও কোনও কোনও পরিস্থিতিতে মানসিক যন্ত্রণার শিকার হচ্ছি। তখন প্রশ্ন জাগে আমার এটা কোনও কর্মের দোষ আছে, না কি ভক্তিতে কোনও খামতি আছে?

— রসামৃতা রাধাদেবী দাসী, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

উত্তর ঃ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, স্বকর্মফলভূক্ পুমান্। এই সংসারে প্রত্যেকে তার নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করছে। ঈশোপনিষদের কথা, ঈশাবাস্যম্ ইদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। বিধাতার নিয়ম অনুসারে প্রতিটি জীব এই জগতে যতটুকু সুখ কিংবা দুঃখ ভোগ করার কথা, তার একটুও কম বা বেশী সুখ-দুঃখ পাবে না। ঠিক ততটুকুই পাবে। কখনও বলতে পারবো না যে, আমি বেশী কষ্ট পেয়ে যাচ্ছি, এত কষ্ট আমার প্রাপ্য নয়। না এরকম নয়। তবে, শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হওয়ার ফলে কোনও ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা কিংবা ঘটনা লঘু বা হাল্কা হয়ে যায়। কারণ করুণাময় কৃষ্ণ সেই যন্ত্রণা অনেক লাঘব করে দেন। স্বল্পম্ অপি অস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ। (গীতা) অল্প ভক্তি অনুশীলনও ভয়ংকর বিপদ থেকে রক্ষা করে।

একবার শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ সবজী আমান্য করতে গিয়ে বঁটিতে তাঁর আঙ্গুল একটু কেটে যায় এবং রক্তপাত হয়। তখন এক শিষ্য সেই কাটা জায়গায় ডেটল দিয়ে কাপড় জড়িয়ে বেঁধে দেন। শিষ্যটি প্রভুপাদকে জিজ্ঞেস করলেন, হে প্রভুপাদ, আপনি ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত। আপনি সবসময় ভগবানের সেবায় যুক্ত। শ্রীকৃষ্ণের ভোগ রন্ধনের জন্য আপনি সবজী আমান্য করছিলেন। অথচ আপনার আঙ্গুল কেটে রক্ত ঝরল! কেন? প্রভুপাদ বললেন, 'আজ আমার কর্মফলে গলা কাটার কথা, কিন্তু যেহেতু আমি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত আছি, তাই কৃষ্ণ আমার সেই বিভীষিকা দূর করে দিয়েছেন। কেবল একটু খানি আঙ্গুলে চোট লেগেছে মাত্র, নইলে আজ পুরো গলাটাই কাটা পড়ার কথা। কর্মানি নির্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজান্— 'ভক্তি অনুশীলন করার জন্য সব কর্ম নষ্ট হয়ে যায় কিংবা অতি হাল্কা হয়ে যায়।'

আমরা প্রতিদিন শ্রীশ্রীগুরুবন্দনা গাইবার সময় প্রথম কথাটি বলে থাকি — 'সংসার দাবানল'। সংসার একটি জঙ্গলের মতো। সেখানে গাছে গাছে ঘসা লেগে আগুন জ্বলে ওঠে। সেই আগুন কেউ নেভাতে পারে না। যদি ঘন বৃষ্টি ধারা নামে, তবে নিভে যাবে। গুরু-গৌরাঙ্গের কৃপার প্রভাবে মানসিক যন্ত্রণা প্রশমিত হয়ে থাকে। স্বরাট স্বতন্ত্র শ্রীভগবানের করুণা কিরকম, তা আমাদের সাধারণ বিচারে উপলব্ধ না হলেও ঐকান্তিক শরণাগত জন তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। কোনও ভক্ত ভগবানকে বলল, হে কৃষ্ণ, আমি তোমার ভজনা করছি, সেই জন্যে আমার কোনও রকম মানসিক যন্ত্রণা যেন না আসে, সেই ব্যবস্থা করে দাও। কৃষ্ণ বললেন, মন্মনা ভব। তোমার মনটা আমাকে দিয়ে দাও, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। সাধন লালসায় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর উল্লেখ করেছেন — হরি হে!

সেইদিন কবে হবে, ঐকান্তিক ভাবে যবে, নিরন্তর সেবা-মতি, বহিবে চিত্তেতে সতী,
নিত্যদাস-ভাব লয়ে আমি। প্রশান্ত হইবে আত্মা মোর।
মনোরথান্তর যত, নিঃশেষ করিয়া স্বতঃ, এ ভক্তিবিনোদ বলে, কৃষ্ণসেবা-কুতূহলে,
সেবিব আমার নিত্যস্বামী।। চিরদিন থাকি যেন ভোর।।

শুদ্ধভক্ত কখনও মনে করেন না যে, তিনি ভক্তি অনুশীলন করছেন মানেই তাঁর কোনও জ্বালাযন্ত্রণা থাকবে না, শরীর খারাপ হবে না, বিপদ আপদ থাকবে না। বরং হরিদাস ঠাকুর, প্রহ্লাদ প্রভৃতি ব্যক্তিরা হরিভজন শুরু করার ফলে বহুবিধ উৎপাতের শিকার হয়েছিলেন। ব্রজবাসীরা ভালোই ছিল। যেই কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করল, অমনি দিন দিন কংসের উৎপাত বেড়েই চলল। লোকে উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় দিন কাটাতে লাগল। আবার, কুন্তীদেবী কৃষ্ণকে বললেন, হে কৃষ্ণ, আমার সেই যন্ত্রণার দিনগুলোই ভালো ছিল, যখন উৎকণ্ঠিত হয়ে তোমাকে ডাকতাম তখন তুমি দৌড়ে আসতে। কিন্তু আজ আমার ছেলেরা নির্ঝঞ্ঝাট রাজত্ব পেলেও তুমি আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে চাইছো — এ আমি কখনও চাই না। তার চেয়ে সেই যন্ত্রণার দিনগুলোই ভালো।

প্রশ্নোত্তরে ঃ সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী

বৃন্দাবনে ভজন

চৈতন্যচরণ দাস ব্রহ্মচারী

বৃন্দাবনে আমার প্রিয়তম স্থান হচ্ছে কুসুম সরোবর। আমি আমার সাম্প্রতিককালে বৃন্দাবন পরিদর্শনের সময় প্রাতঃকালে এই মনোরম সরোবরের সৌন্দর্য আস্বাদন করেছিলাম।

একজন স্থানীয় তত্ত্বাবধায়ক আমাকে একটি ভবনের ভিতরে নিয়ে গিয়েছিলেন ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শ্রীচরণকমল দর্শনের নিমিত্ত। তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে, রাজপুত রাজারা যারা এই কুসুম সরোবর নির্মাণ করেছিলেন কিভাবে তারা গঠন কৌশলের দ্বারা ব্রজমন্ডলকে মোঘল আক্রমণকারীদের ধ্বংসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করেছিলেন।

যখন আমি কুসুম সরোবরের স্থাপত্য সৌন্দর্যের ধ্যানে নিমগ্ন ছিলাম, এটা আমাকে আঘাত করে যে, বর্তমানে ভক্তির ওপর আঘাত যতটা না স্থাপত্যগত অপেক্ষা বেশী বুদ্ধিগত। আজ মন্দির সমুহ প্রকাশ্যে ধ্বংস করা হয় না, কিন্তু যে বিশ্বাস মানুষকে মন্দিরে নিয়ে আসে আজ সেই বিশ্বাসকে বিপুলভাবে ধ্বংস করা হচ্ছে। শ্রীল প্রভুপাদ এক দ্বৈত কার্যক্রমের স্থাপনা করেছেন যেখানে স্থাপত্য এবং বুদ্ধিমত্তা উভয়ের মেল বন্ধনে বিশ্বাসকে এক নবজীবন প্রদান করেছে। তিনি অনেক সুদৃশ্য মন্দির নির্মাণে উৎসাহিত করেছেন,

আবার নিয়মানুগ রূপে ভক্তি জ্ঞানের অধ্যয়ন করার জন্যও উৎসাহিত করেছেন যা মানুষের মন্দিরে আসার প্রবনতার বিশ্বাসকে সুদৃঢ় এবং সুরক্ষিত করবে।

যখন আমি কুসুম সরোবরের সৌন্দর্য আমার ভ্রম প্রবণ চক্ষুদ্বারা আস্বাদন করি এমন কি আজও শাস্ত্রে বর্ণিত ব্রজধামের মধুরিমার ওপর নিরবধি ধ্যান করি তখন আমি শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলাকে একাত্মভাবে অনুভব করতে পারি। সমগ্র বিশ্বব্যাপী অনেক ভক্ত আমাকে বলেছেন যে, যেমন তাঁরা বার্ধক্যে উপনীত হন, তারা জড়জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য উৎসাহ বোধ করেন এবং অধিকতর প্রত্যক্ষ আধ্যাত্মিক সেবার প্রতি কেন্দ্রীভূত হন এমন কি বৃন্দাবনে স্থানান্তরনও হতে পারে।

অনুরূপ কিছু প্রার্থনা করতে গিয়ে আমি দ্বন্দ্বের মধ্যে পতিত হই, কারণ আমার বর্তমান পেশা এরূপ যা আমাকে প্রত্যক্ষরূপে কৃষ্ণলীলা ধ্যান থেকে বিরত করে।

বিগত কয়েক বছর যাবৎ এখন যেহেতু আমি পাশ্চাত্য ধারার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছি তাই আমাকে আধ্যাত্মিক নিয়ম নীতির ওপর ভিত্তি করে মানুষের জীবনের মৌলিক প্রয়োজনের ওপর তার প্রয়োগ করার জন্য অধ্যয়ন, ভাবনা, বক্তব্য এবং রচনার প্রয়োজন আছে যা আজ অধিকাংশ মানুষই প্রাসঙ্গিক বলে মনে করে। যতক্ষণ না পর্যন্ত তারা কৃষ্ণলীলার সম্বন্ধে অবগত হচ্ছেন ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের এই শিক্ষার প্রয়োজন আছে।

অবশ্যই হাজার হাজার ব্যক্তি আছেন যারা প্রত্যক্ষভাবে কৃষ্ণলীলা শ্রবণে আগ্রহী। কিন্তু এরকম বহু ব্যক্তি আছেন যাদেরকে কৃষ্ণকথা শোনার জন্য শিক্ষিত করার প্রয়োজন আছে, এবং তাদের প্রতি আমার এই সেবা প্রদানই হচ্ছে আমার মূখ্য সেবা।

আমার চেতনা প্রত্যক্ষ কৃষ্ণলীলার ধ্যান থেকে কত দূরে আছে সে প্রসঙ্গে চিন্তা করতে গিয়ে অমি উপলব্ধি করলাম

যে, আমি প্রকৃত ভক্তি থেকে দূরে সরে গিয়েছি। কিন্তু আমি আমার এই ভাবকে শক্তিশালী করে তুলতে বৃন্দাবনের অপর এক প্রিয় স্থান রাধাদামোদর মন্দিরের শ্রীল প্রভুপাদ কক্ষটি দর্শনের কথা অনুভব করলাম। যদিও প্রভুপাদ তথায় শ্রীকৃষ্ণ এবং মহান আচার্যদেবদের পাদপদ্মে আশ্রিত ছিলেন তথাপি তিনি বৃন্দাবন ত্যাগ করে নিউইয়র্কে গমন করেন তাও আবার নিম্ন পূর্ব প্রান্তে যে স্থান হিপিদের মক্কা বলে সুবিদিত। কেন তিনি এই বিপজ্জনক জাহাজ যাত্রা করেছিলেন? কারণ তাঁর ভক্তি শুধুমাত্র কৃষ্ণামৃতরস একক আস্বাদনের নিমিত্ত ছিল না, ছিল সেখানের অধম পতিতদেরও এই অমৃত রস আস্বাদন করানোর অভিলাষ। এটির কারণ শ্রীল প্রভুপাদের নিঃস্বার্থ ত্যাগ যার ফলস্বরূপ আমি এবং লক্ষ লক্ষ আমার মতো জীবাত্মা কৃষ্ণলীলামৃত আস্বাদনের সুযোগ পেয়েছি।

শ্রীল প্রভুপাদ এবং তার অনুগামীদের সেবা স্বরূপ,

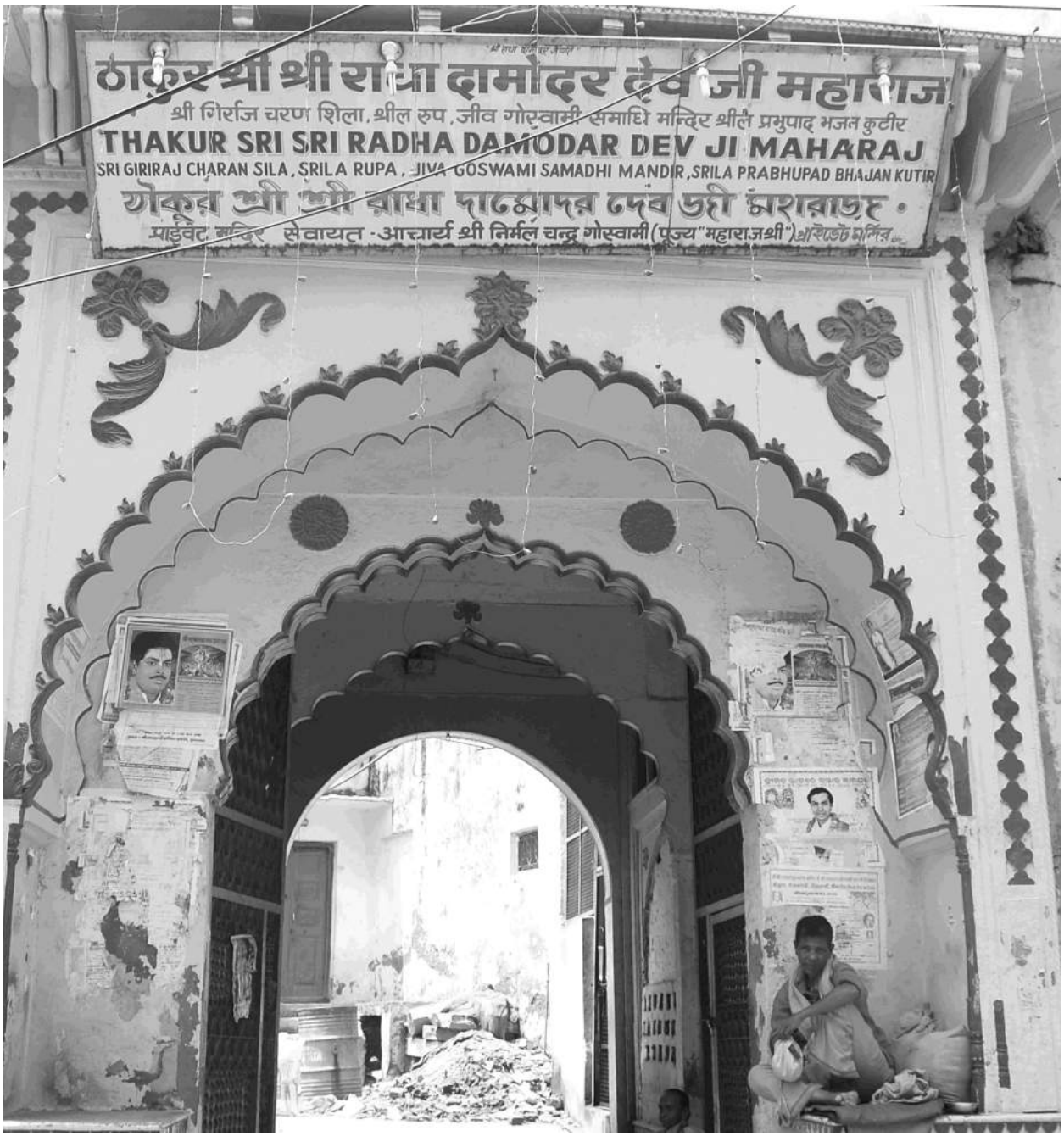

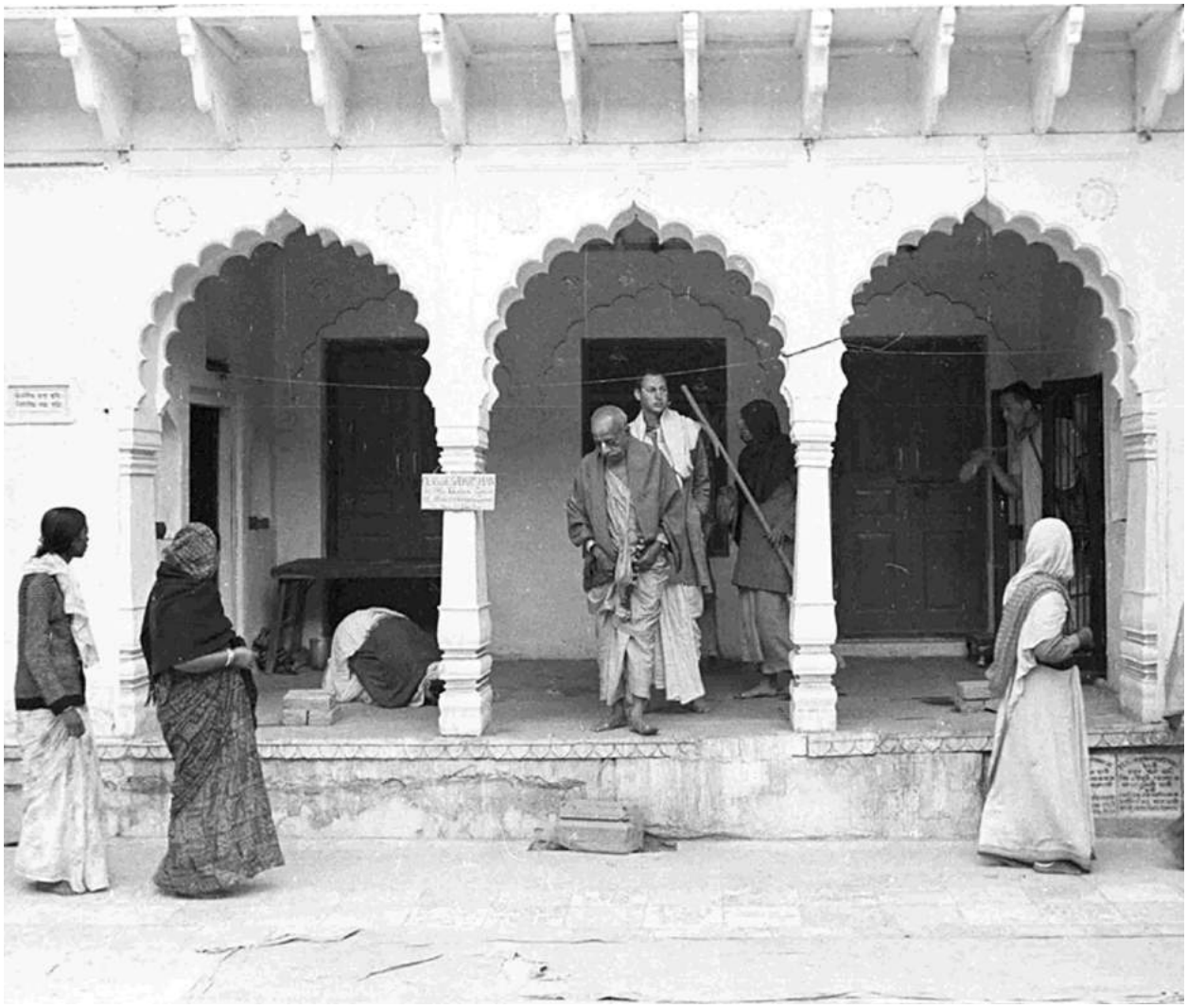

আমারও অধ্যয়ন এবং তা বিতরণের প্রয়োজন আছে যাতে করে তার লক্ষ্য পূরণে আমি অন্ততঃ কিছু সেবা প্রদান করতে পারি।

শ্রীল প্রভুপাদের উদাহরণের ওপর ধ্যান করতে গিয়ে আমাকে প্রবল ভাবে স্মরণ করায় যে, প্রবচন/প্রচারই হচ্ছে প্রথম এবং মূল সেবা। আমরা যা বলি, বলার যথার্থতার বিচার না করেই বলি। এটা ভেবে বলি যে, সরাসরি কৃষ্ণকথা বললে আমরা আপনা আপনি কৃষ্ণের ঘনিষ্ঠ হয়ে যাবো যেমন করে ব্রজবাসীরা কৃষ্ণের ঘনিষ্ঠ। ঠিক, সরাসরি কৃষ্ণলীলা কথা বলা চমৎকার যেমনটি করে বৃন্দাবনে বলা হয়। কিন্তু যেটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো ভগবত চেতনা, মনোভাব, একাগ্রতা। ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর স্মরণযোগ্য ভাবে বলেছেন, 'কৃষ্ণকে দেখার প্রয়াস করবে না — বরং তাঁর প্রতি এমন সেবার প্রয়াস কর যে কৃষ্ণ তোমাকে দেখতে চাইবেন।' এবং এই বক্তব্যের এক রূপভেদ তাদের ওপরও প্রয়োগ করতে হবে যারা বর্তমান দুনিয়াতে ভক্তি প্রচারে প্রয়াস করছে ঃ 'প্রত্যক্ষভাবে কৃষ্ণলীলা কথা বলে কৃষ্ণকে দর্শন করার প্রয়াস করবেন না, কৃষ্ণ শিক্ষার কথা বলে কৃষ্ণের সেবা করার প্রয়াস করুন যা মানুষকে কৃষ্ণের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসতে সহায়তা করবে; এবং তিনি তাঁর মধুর পরিকল্পনা অনুযায়ী নিজেকে প্রকাশ করবেন।'

শ্রীল প্রভুপাদের উদাহরণের ওপর ধ্যান করতে গিয়ে আমাকে প্রবল ভাবে স্মরণ করায় যে, প্রবচন/প্রচারই হচ্ছে প্রথম এবং মূল সেবা। সরাসরি কৃষ্ণকথা বললে আমরা আপনা আপনি কৃষ্ণের ঘনিষ্ঠ হয়ে যাবো যেমন করে ব্রজবাসীরা কৃষ্ণের ঘনিষ্ঠ।

সহজিয়াদের মনকলা

ডঃ প্রেমাঞ্জন দাস

দায়িত্বজ্ঞানহীন, আন্তরিকতাশূণ্য ব্যক্তিরা ভগবানের কোনও নির্দেশকে পরোয়া করে না। পারমার্থিক প্রগতির জন্য ন্যূনতম মূল্য দিতেও তারা প্রস্তুত নয়। ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন —

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্।।
(১৬। ২৩)

যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করে কামাচারে বর্তমান থাকে, সে সিদ্ধি, সুখ অথবা পরাগতি লাভ করতে পারে না।

ভগবান পশুর কাছে এরকম প্রত্যাশা করেন না যে, তারা শাস্ত্রবিধি মেনে চলবে। কিন্তু যারা এই দুর্লভ মনুষ্য জন্ম পেয়েছে, তাদের কাছে ভগবানের অনেক প্রত্যাশা। যে সমস্ত নরাধম শাস্ত্রবিধি জেনেও সেগুলি পালন করতে অক্ষম হয়, তারা ভগবানের এই প্রত্যাশাকে পূরণ করে না। ফলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাদেরকে দণ্ড প্রদান করেন। সেই দণ্ড সম্পর্কে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় বলেছেন —

'সেই বিদ্বেষী ক্রূর ও নরাধমদের আমি এই সংসারেই অশুভ আসুরী যোনিতে অবিরত নিক্ষেপ করি। হে কৌন্তেয়!

জন্মে জন্মে অসুরযোনি প্রাপ্ত হয়ে, সেই মূঢ় ব্যক্তিরা আমাকে লাভ করতে অক্ষম হয়ে তার থেকেও অধম গতি প্রাপ্ত হয়।' (১৬। ১৯-২০)

সহজিয়ারা মনে করে যে, ভগবানকে লাভ করা সহজ। খামখেয়ালির মতো শাস্ত্র অবজ্ঞা করেও তারা মনে করে যে, তারা মা যশোদার মতো কৃষ্ণকে প্রেমের ডোরে বেঁধে ফেলেছেন কিংবা গোপীদের মতো রাগানুগা ভক্তি লাভ করে ফেলেছেন। এটিই হচ্ছে সহজিয়াদের মনকলা ভক্ষণ।

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন —

এই ত এক কলির চেলা
মাথা নেড়া
কপ্নি পরা
সহজ ভজন করছেন মামু
সঙ্গে লয়ে পরের বালা

অর্থাৎ সহজিয়ারা জঘন্য যৌন জীবনে লিপ্ত হয়েও নিজেদেরকে যোগ্য বৈষ্ণব বলে মনে করে এবং গোলোকধামে উত্তীর্ণ হয়ে কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদন করার মন কলা খায়।

ক্লাস ওয়ানের ছাত্র যতক্ষণ মাস্টার ডিগ্রি লাভ না করছে ততক্ষণ তাকে স্নাতকোত্তর বলা যাবে না। আবার স্নাতকোত্তর ব্যক্তি যতক্ষণ পি.এইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ না করছে ততক্ষণ তাকে ডক্টর বলা যাবে না। ভগবান তাই পরিষ্কার করে বলে দিলেন—

শ্রুতি স্মৃতি মমৈবাজ্ঞে
যস্তে উল্লঙ্ঘ্য বর্ততে
আজ্ঞাচ্ছেদী মম দ্বেষী
মদ্‌ভক্তোঽপি ন বৈষ্ণব।।

(বিবিটি প্রকাশিত শ্রীমদ্ভাগবত, ১১ স্কন্ধ, ২৯ নম্বর শ্লোকের তাৎপর্য)

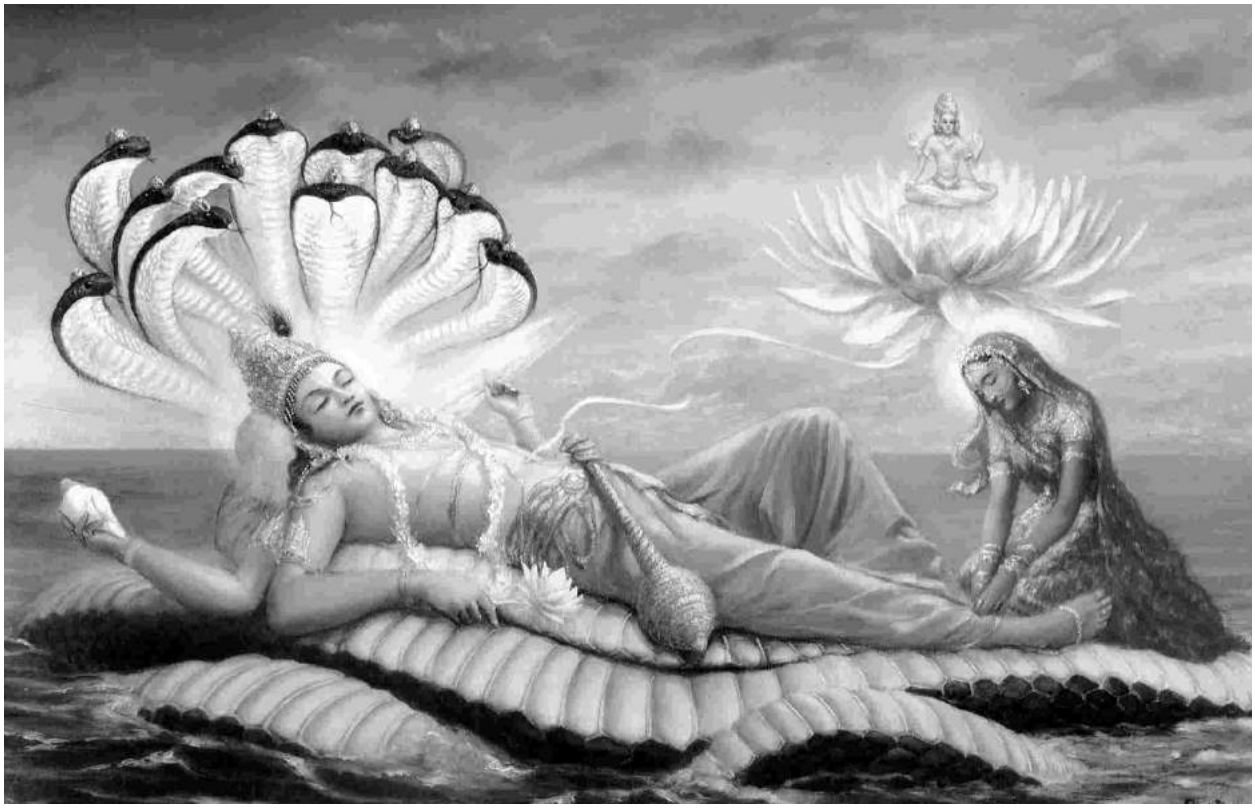

অর্থাৎ, যে সমস্ত কৃষ্ণভক্তরা শ্রুতি এবং স্মৃতি শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের প্রদত্ত আজ্ঞাকে উলঙ্ঘন করে দিন যাপন করে, তারা আসলে আজ্ঞা লঙ্ঘনকারী কৃষ্ণবিদ্বেষী ব্যক্তি মাত্র। তারা কোনও ক্রমে ভক্ত পদবাচ্য হলেও বৈষ্ণব পদবাচ্য হবেন না।

এখানে ভগবদ্গীতার নবম অধ্যায়ের ত্রিশ নম্বর শ্লোকের দোহাই দিয়ে বলা যাবে না যে, অতি দুরাচারী ব্যক্তিও যদি আমার অনন্য ভজনা করে, তাহলে তাকে বৈষ্ণব বলা হবে। তিনি সাধু হতে পারেন, ভক্ত হতে পারেন। কিন্তু বৈষ্ণব পদবাচ্য হবেন না। আর বৈষ্ণব পদবাচ্য না হয়ে আদি বিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণ ধামে প্রবেশ করার মনকলা খেলেও তাকে জড়জগতে ভগবানের দ্বারা দন্ডিত হয়ে কেবল আসুরী যোনিতেই জন্মজন্মান্তরে ভ্রমণ করতে হবে। সুতরাং সাধু সাবধান। আমরা যেন কেউ মনকলা না খাই।

শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদ তাই বলতেন—

রাজার যে রাজ্যপাট
যেন নাটোয়ার নাট
দেখিতে দেখিতে কিছু নয়।
হেন মায়া করে যেই
পরম ঈশ্বর সেই
তারে মন সদা করো ভয়।।

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ আমাকে সহজেই সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার কৃষ্ণপ্রেম দান করে গোলোকে পাঠিয়ে দেবেন। এই মন কলা না খেয়ে শাস্ত্র উল্লঙ্ঘনকারী সহজিয়াদের কর্তব্য ভগবানকে সদা সর্বদা ভয় করা।

যতক্ষণ মানুষ তম এবং রজগুণের অধীনে থাকবে, ততক্ষণ সে ভগবানকে অবজ্ঞা করবে, সে ভগবানকে ভয় করবে না। তাই নিষ্ঠাবান ভক্ত এই দুর্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করে কমপক্ষে সত্ত্বগুণের স্তরে উন্নীত হওয়ার চেষ্টা করবেন। কেন না, এই সত্ত্বগুণ মানুষকে শাস্ত্রবিধি মেনে চলার ক্ষমতা এবং যোগ্যতা প্রদান করবে।

আন্তরিক ভক্ত সমস্ত দুর্বলতাকে জয় করে অবশ্যই উতরে যাবেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাই আমাদের সাহস দিয়ে বলেছেন, 'এইভাবে মদ্গতচিত্ত হলে তুমি আমার প্রসাদে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা থেকে উত্তীর্ণ হবে। কিন্তু তুমি যদি অহঙ্কারবশত আমার কথা না শোন তাহলে বিনষ্ট হবে।' (গীতা ১৮। ৫৮)

সুতরাং হাতে সময় কম। মনকলা খেয়ে সহজিয়ার মতো কালক্ষয় করা হচ্ছে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার প্রাথমিক আলোচনা

কমলাপতি দাস ব্রহ্মচারী

চতুর্দশ অধ্যায়

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ভগবান ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনার সময় ১৩। ২২ নং শ্লোকে উল্লেখ করেছেন জীব প্রকৃতি জাত গুণ সমুহ ভোগ করে, প্রকৃতির গুণের সঙ্গ প্রভাবেই জীব কিভাবে সৎ ও অসৎ যোনি সমুহে জন্মগ্রহণ করে। এই ১৩। ২২ নং শ্লোককে কেন্দ্র করেই ভগবান চতুর্দশ অধ্যায়ে বলতে শুরু করবেন জীব কোন্ গুণের সঙ্গ প্রভাবে কোন যোনিতে জন্ম গ্রহণ করবে। কিভাবে জীব গুণের প্রভাবে বদ্ধ হয় এবং কিভাবে জীব গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারবে এবং গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত ব্যক্তির লক্ষণ ও আচরণ কেমন হয় সমস্ত কিছুই ভগবান (আমাদের মঙ্গলের জন্য) সুন্দর ভাবে অর্জুনের মাধ্যমে বর্ণনা করবেন।

এই অধ্যায়ের বিভাজন —

১-৪নং — জীবাত্মার মুক্তি ও বন্ধন।

৫-৯নং — গুণসমূহই শুদ্ধ জীবাত্মাকে বন্ধনে আবদ্ধ করে।

১০-১৩নং — গুণের প্রাধান্য শনাক্তকরণ।

১৪-১৮নং — গুণের অধীন জীবের কর্ম ও মৃত্যু।

১৯-২৭নং — গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া।

১নং শ্লোকে 'ভূয়ঃ' কথাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ কারণ পূর্বে যে সমস্ত জ্ঞানের বর্ণনা করা হয়েছে তার থেকে এই জ্ঞান আরো শ্রেষ্ঠ। তাই এই জ্ঞান উপলব্ধি করার মাধ্যমে বহু মহর্ষি সিদ্ধি লাভ করে চিৎ জগতে প্রবেশ করেছেন। এখন স্বাভাবিকভাবেই মনে প্রশ্ন জাগবে সেই 'জ্ঞানমুত্তমম্' সর্বোত্তম জ্ঞানটি কি?

১) গুণের বন্ধন উপলব্ধি করতে সাহায্য করে এই জ্ঞান।

২) মুনি ঋষিরা এই জ্ঞান লাভ করে চিন্ময় জগতে প্রবেশ করেছেন।

৩) শ্রীকৃষ্ণের পরা প্রকৃতি লাভ করে মুক্তি লাভ করতে পারবে।

৪) যেই হোক না কেন, এই চতুর্দশ অধ্যায়ের মর্ম উপলব্ধির মাধ্যমে যে কেউ পরম সিদ্ধি লাভ করতে পারবে।

২নং শ্লোকে এই জ্ঞান লাভ করার ফল ব্যাখ্যা করেছেন সৎ ও অসৎ যোনিতে জন্ম হয় না অর্থাৎ যখন উৎপত্তি হয় না তখন বিনাশের কোন প্রশ্নই উঠে না।

৩নং শ্লোকের মাধ্যমে ভগবান বোঝাতে চাইছেন — তাঁর নিজের সাথে জড়া প্রকৃতি ও বদ্ধ জীবাত্মার সম্পর্ক কি?

মহৎ ব্রহ্ম দ্বারা জড়া প্রকৃতিকে বোঝানো হয়েছে। আর জড়া প্রকৃতি জীবের দেহ প্রদানকারী জননী স্বরূপা। আর এই জড় জগত ২৪ (চব্বিশ) টি তত্ত্বের সমন্বয়ে গঠিত।

মাতৃরূপী জড়া প্রকৃতিতে শ্রীকৃষ্ণ বীজ প্রদান করেছেন— ৪নং শ্লোকে তা উল্লেখ আছে। কিভাবে বীজ প্রদান করেছেন ভগবান। তা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এইভাবে উল্লেখ করেছেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পুরুষ অবতার রূপে কারণোদকশায়ী বিষ্ণু বা মহাবিষ্ণু কারণবারিতে শয়ন করে মায়ার প্রতি অর্থাৎ জড়জগতের অধিষ্ঠাত্রী দুর্গাদেবীর প্রতি ঈক্ষণ করেন। মহাবিষ্ণু সরাসরি বহিরঙ্গা শক্তির সঙ্গে অর্থাৎ দুর্গাদেবীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেন না, তাই মহাবিষ্ণুর দৃষ্টিটি হলো শিবলিঙ্গ বা জ্যোতিলিঙ্গ - এর মাধ্যমে জড়জগৎ যা ব্রহ্ম নামক সমগ্র প্রকৃতি যোনি স্বরূপা। ভগবান এ ব্রহ্মে গর্ভধারন করেন, যা থেকে জীবের জন্ম হয়। এই কারণে ভগবান বলেছেন, আমি বীজ প্রদানকারী পিতা। অনেকে প্রশ্ন করে থাকেন, গাছ আগে না বীজ আগে — গীতার ৪নং শ্লোকে ভগবান প্রমাণ করে দিলেন বীজ আগে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পুরুষ অবতার রূপে কারণোদকশায়ী বিষ্ণু দুর্গাদেবীর প্রতি ঈক্ষণ করেন। মহাবিষ্ণু সরাসরি দুর্গাদেবীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেন না, তাই শিবলিঙ্গ-এর মাধ্যমে এ ব্রহ্মে গর্ভধারন করেন, যা থেকে জীবের জন্ম হয়। এই কারণে ভগবান বলেছেন, আমি বীজ প্রদানকারী পিতা।

শ্রীল প্রভুপাদ একটি উপমার মাধ্যমে বিষয়টিকে আরো সরল করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। কাঁকড়াবিছা চালের গাদায় ডিম পাড়ে, তাই অনেকে বলে থাকে চাল থেকে কাঁকড়াবিছার জন্ম হয়েছে — কিন্তু এটা সত্যি নয়। প্রকৃতপক্ষে মা বিছা সেই ডিমগুলি পেড়েছিল। তেমনই, জড়া প্রকৃতি জীবের জন্মের কারণ নয়। পরম পুরুষ ভগবান বীজ প্রদান করেন। তাই জড় জগতে সমস্ত জীবের প্রকাশের কারণ হচ্ছেন ভগবান।

এখন কেউ প্রশ্ন করতে পারেন সকল জীবের পিতা যদি শ্রীকৃষ্ণ হন তা হলে জীব অনাদি কাল ধরে এই জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে কেন দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে? এই প্রশ্নের উত্তর ৫নং শ্লোকে ভগবান দিচ্ছেন। জীব প্রকৃতপক্ষে ছিল চিন্ময় জগতে অর্থাৎ পরা প্রকৃতিতে, কিন্তু কৃষ্ণ ভুলি যেই জীব অনাদি বহির্মুখ। অতএব মায়া তারে দেয় সংসার আদি দুঃখ। (চৈ.চ. মধ্য ২০। ১১৭)

শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে জীব অনাদিকাল ধরে জড়া প্রকৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে রয়েছে। তাই তাকে এই জড় জগতে নানা প্রকার দুঃখ প্রদান করছে।

কিভাবে দুঃখ-কষ্ট পাচ্ছে জীব? ত্রিগুণের দ্বারা আবদ্ধ হয়ে স্বতন্ত্রভোগ বাসনার কারণেই। যেমন অপরাধীর শাস্তির জন্য বিচারককে অপরাধী বলে দোষারোপ করা ঠিক হবে না।

ভগবান এরপর বর্ণনা করবেন কিভাবে ত্রিগুণের মাধ্যমে জীব আবদ্ধ হয়ে পড়লেও জীবকে কি কি ভাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। যেমন ৬নং শ্লোক সত্ত্বগুণের মানুষ নিজেকে জ্ঞানী ও সুখী বলে মনে করে — তারা সাধারণত বিজ্ঞানী, দার্শনিক, কবি ও সাহিত্যিক। তারা ভক্ত হয় খুব কম, কারণ তারা বিনয়ী বা দীন হতে পারে। আর তারা মনে করে আমার সবকিছু জানা হয়ে গেছে তাই তারা নিজেদেরকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী মনে করে।

তারা বাঁধা পড়ে সোনার শিকলে। একটু হাল্কা —

৭নং — রজোগুণে — সকাম কর্মের আসক্তির দ্বারা বাঁধা পড়ে — তারা সাধারণত রাজনীতিবিদ্, ব্যবসায়ী ও চাকরীজীবি হন। এই গুণের লক্ষণ স্ত্রী পুরুষের প্রতি আর পুরুষ স্ত্রীর প্রতি খুব আকর্ষণ থাকে। কর্মে খুব উদ্যম থাকে।

তাদের সীমাহীন কামনা বাসনা থাকে তাই কখনও কখনও পাপ কর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তাই নিষ্ঠার সাথে ভক্তি পথ অবলম্বন করতে পারে না। তাদের রূপার শিকলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

৮নং—তমোগুণ জীবকে প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রার দ্বারা অবদ্ধ করে। এরা সাধারণত শূদ্র শ্রেণীর লোক হয়। এরা মদ্যপ, নেশাখোর, অলস, খুব ঘুমায়। তাই তারা তপস্যা ও ভক্তি করতে পারে না। এরা বাঁধা পড়ে লোহার শিকলে খুব ভারী।

৯নং শ্লোকে উপরিউক্ত তিনটি শ্লোকের সার বলেছেন। গুণের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করার পর শ্রীকৃষ্ণ এখন অর্জুনকে বলছেন যে, জীবের উপর গুণের প্রভাব স্থির নয়।

১০নং শ্লোকে আমাদের সঙ্গ, কর্ম, পছন্দ সবকিছু গুণের উপর নির্ভর করে। উদাহরণ স্বরূপ যেমন ভাতের হাঁড়িতে চাল দেওয়ার পর যেমন তাপ দেবে সেই রকম চালগুলো উপরে ওঠে নীচে নামে। আমাদের কামনা-বাসনার উপর গুণগুলি ওঠে ও নীচে নামে। গুণ সমুহ পরস্পর প্রতিযোগিতা করে।

১১-১৩নং শ্লোকে ত্রিগুণের লক্ষণ সমুহ বর্ণনা করে হয়েছে।

১১নং — সত্ত্বগুণ যখন শরীরের মধ্যে বর্ধিত হবে তখন নয়টি দ্বারে জ্ঞানের প্রকাশ হবে। কি করে আমরা বুঝতে

পারবো? তখন যা কিছু দেখবো, শ্রবণ করবো ও স্বাদ গ্রহণ করবো, সবেতেই সুখ অনুভব করবো। তখন অন্তর ও বাইরে নির্মল অনুভব করবো।

১২নং — রজোগুণ যখন শরীরের মধ্যে বর্ধিত হবে তখন লোভ প্রবৃত্তি, কর্মে দুর্দমনীয় স্পৃহা ও উদ্যম দেখা দেবে।

১৩নং — তমোগুণ যখন শরীরে বর্ধিত হবে তখন নিজের খেয়াল খুশি মতো কাজ করবে, খুব ঘুমাতে ইচ্ছা করবে, প্রমাদ ও মোহ উৎপন্ন হবে।

১৪নং-১৫নং শ্লোকে বিভিন্ন গুণের অধীনে মৃত্যু হলে কি গতি হয়। সত্ত্বগুণে মারা গেলে উচ্চতর লোকে উন্নীত

হয়। বোঝা যায় না যে মারা গেছে, হাসি খুশী অবস্থায় যেন শুয়ে আছে।

রজোগুণে মারা গেলে মনুষ্য শরীর পাবে। কোন আত্মীয়-স্বজনের ঘরে জন্ম নিয়েছে বোঝা যায়। মারা যাবার সময় মুখ হাঁ করে বা চোখ কপালে তুলে মারা গেছে এই রকম সাধারণ লক্ষণ দেখা গেছে আর তমোগুণে মারা গেলে পশুযোনিতে জন্ম হয়। সাধারণত প্রস্রাব ও পায়খানা করে মারা যায়। তবে খুব আসক্তি থাকলেও পশুযোনি প্রাপ্ত হয় যেমন মৃত্যুর সময় চিন্তা করছে আমার ছেলে মেয়ে ছোট, টাকাগুলো কি করবে, কে দেখবে — কে পাহারা দেবে, তখন মরে কুকুর হয়ে পাহারা দেবে। তাই শ্রীল প্রভুপাদ তাৎপর্যে উল্লেখ করেছেন মানব জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত সাত্ত্বিক আচরণ করে সাধু সঙ্গের মাধ্যমে ধীরে ধীরে ত্রিগুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে কৃষ্ণভাবনায় অধিষ্ঠিত হওয়া।

১৬নং-১৮নং শ্লোকে উল্লেখ করেছেন সাত্ত্বিক কর্মের ফল নির্মল, রাজসিক কর্মের ফল দুঃখ এবং তামসিক কর্মের ফল অজ্ঞান ও অচেতন প্রায় হয়ে থাকে। যেহেতু সত্ত্বগুণ থেকে জ্ঞান, রজোগুণ থেকে লোভ এবং তমোগুণ থেকে অজ্ঞান, প্রমাদ ও মোহ উৎপন্ন হয়, তাই সত্ত্বগুণ সম্পন্ন ব্যক্তিগণ উচ্চতর লোকে, রজোগুণ সম্পন্ন লোকেরা মনুষ্যলোকে এবং তামসিক লোকেরা অধোগতি প্রাপ্ত হয়ে নরকে গমন করে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ১৮নং-২৭নং শ্লোকের মাধ্যমে বোঝাতে চাইছেন গুণের প্রভাব থেকে জীব কি ভাবে মুক্ত হতে পারবে। ১৯নং প্রকৃতির তিনটি গুণই সমস্ত কর্ম সম্পাদন করে আর পরমেশ্বর ভগবান এই ত্রিগুণকে নিয়ন্ত্রণ করেন। যিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে শরণাগত হয়েছেন — তিনিই গুণ থেকে মুক্ত। তাই তাঁর কাছ হতে জ্ঞান লাভ করবার মাধ্যমেই ত্রিগুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

২০নং শ্লোকে গুণাতীত হওয়ার ফল ব্যাখ্যা করেছেন। এই দেহের মধ্যে থাকলেও তিনি দিব্য জীবনের চিন্ময় আনন্দ উপভোগ করতে পারেন।

২১নং শ্লোকে অর্জুনের তিনটি প্রশ্ন (১) গুণাতীত ব্যক্তির লক্ষণ সমুহ কি কি? (২) তাঁর আচরণ কি রকম? (৩) তিনি কিভাবে গুণসমুহ অতিক্রম করেন?

২২নং-২৫নং শ্লোকে ব্যবহারিক প্রয়োগ। যিনি বিষয় ভোগের বাসনা করেন না, ক্লেশ থেকে মুক্তি ও কামনা করেন না, তিনিই গুণ সমুহ অতিক্রম করেন। বদ্ধজীব সর্বদা লাভ-ক্ষতির দ্বন্দ্বভাব নিয়ে থাকে, কিন্তু মুক্ত জীবগণ আত্ম স্বরূপে অধিষ্ঠিত হওয়ায় তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

২৬নং — কিভাবে সহজে গুণাতীত হওয়া যায়। যিনি ঐকান্তিক ভক্তিযোগ সহকারে আমার সেবায় যুক্ত থাকেন, তিনি প্রকৃতির সমস্ত গুণকে অতিক্রম করে ব্রহ্মভূত স্তরে উন্নীত হন। ব্রহ্মভূত স্তর মানে জড় কলুষ থেকে মুক্ত হওয়া।

২৭নং শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন 'আমিই নির্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়।' ব্রহ্মের বৈশিষ্ট্য অমর অবিনশ্বর, নিত্য এবং অনন্ত আনন্দস্বরূপ।

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বলেছেন, 'ব্রহ্মের ঘনীভূত রূপই কৃষ্ণ, ঠিক যেমন সূর্য আলোর ঘনীভূত রূপ। যদিও ব্রহ্ম ও কৃষ্ণের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কৃষ্ণই পূর্ণ ব্রহ্ম, তিনিই পরমব্রহ্ম।

জ্ঞান জড় ও চিন্ময় বস্তুর পার্থক্য দেখিয়ে দেয়। এর ফলে শেষ পর্যন্ত জীব বুঝতে পারে যে সে তার দেহ নয়। শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর ভগবান এবং মুক্তি লাভের জন্য তাঁর শরণাগত হওয়া উচিত সদ্‌গুরুর মাধ্যমে। এই ভাবে জ্ঞানই ভক্তিতে পর্যবসিত হয়।'

কমলাপতি দাস ব্রহ্মচারী ইসকন মায়াপুরে ১৯৯২ সালে যোগদান করেন। শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজের চরণ কমলে আশ্রিত হয়ে প্রথম থেকেই তিনি গ্রন্থ প্রচারে যুক্ত আছেন। ২০১৭ সালে শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ, কমলাপতি দাস ব্রহ্মচারীর গ্রন্থ প্রচারের রজত জয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপন করেন।

বিশ্বব্যাপী কৃষ্ণভাবনামৃত'র কার্যাবলী

ইসকন ভক্ত ইউনাইটেড নেশনে মাল্টিফেথ অ্যাডভাইজরী কাউন্সিলে পদ পেল

মাধব দাস ঃ একজন ইসকন ভক্ত ইউনাইটেড নেশনের মাল্টিফেথ অ্যাডভাইজরী কাউন্সিলে ধর্ম এবং বিকাশের ক্ষেত্রে পদ প্রাপ্তির জন্য মনোনীত হয়েছেন।

গোপাল লীলা দাস (গোপাল প্যাটেল) ভূমি প্রকল্পের নির্দেশক, অক্সফোর্ড সেন্টার ফর হিন্দু স্টাডিজের পরিবেশগত প্রচেষ্টা, নিউইয়র্ক ভক্তি সেন্টারের পবিত্র বাস্তু ফোরামের এক নেতা এবং সংসদে বিশ্ব ধর্মবিভাগের ক্লাইমেট অ্যাকশন টাস্ক ফোর্সের উপদেষ্টা।

ইউনাইটেড নেশনের সঙ্গে তার সম্পর্ক দশ বৎসরের পুরাতন ২০০৯ সাল থেকে যখন ভূমি প্রকল্প চালু হয় এবং যার জন্য (ইউনাইটেড নেশনস ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রাম) অর্থ যোগান দিয়ে ছিল। পরবর্তীকালে ২০১৫ সালে ভূমি প্রকল্প আমন্ত্রিত হয়েছিল ইউনাইটেড নেশনের ২০৩০ লক্ষ্যের সতের সাসটেনেবেল ডেভেলপমেন্ট গোল প্রকল্পে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে। তখন থেকেই ভূমি প্রজেক্ট ইউনাইটেড নেশনের সঙ্গে বিভিন্নভাবে যুক্ত।

গোপাল লীলা দাসের নব প্রযুক্তি ইউনাইটেড নেশনের ধর্ম এবং প্রগতি বিভাগের সহঅধিকর্তা হিসাবে এবং তিনি ভূমি প্রকল্পের এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করবেন যারা আবহাওয়া পরিবর্তন এবং পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ের ওপর কাজ করছে।

তাঁর সহকারীগণ হলেন বানীদুগল ইউনাইটেড নেশনের বাহাই অফিস প্রধান; রুডেলমার বুয়েনো ডেফারিয়া, ক্রিশ্চিয়ান অব গানাইজেশ অ্যালায়েন্সের মহা সচিব, হুসনা আহমেদ ওবিট বিশ্ব মুসলিম ডেভলপমেন্ট অরগানাইজেশনের প্রধান।

মাল্টিফেথ অ্যাডভাইজরী কাউন্সিল, ইউনাইটেড নেশনের চুয়াত্তর বছরের ইতিহাস এই প্রথম যেখানে বিশ্বের বহু ধর্ম বিশ্বাসের এক উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হলো। এতে চল্লিশটি বিভিন্ন ধর্ম-বিশ্বাসের সমন্বিত সংস্থা বর্তমান যারা ইউনাইটেড নেশনের ধর্ম বিকাশের ইন্টার এজেন্সি টাস্ক ফোর্সের সঙ্গে যুক্ত।

এই টাস্ক ফোর্স বিভিন্ন ইউনাইটেড নেশনস এজেন্সি যথা ইউনাইটেড নেশন মহিলা, ইউনিসেফ এবং ইউএনডিপি থেকে কর্মচারী থেকে নিয়ে গঠিত যারা ইউ এন পলিসি, প্রচার এবং প্রোগ্রাম বিশ্বস্ততার সঙ্গে পালন করে চলেছে।

আয়ারল্যান্ডের গোবিন্দ দ্বীপ মেলো কীর্তনকে পূর্ণ মনোরম করে তুলেছিল

ইসকন সমাচার ঃ উত্তর আয়ারল্যান্ডের ইনিস রথ আইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় গোবিন্দদ্বীপ মেলোতে আইরিশ ভক্তরা

বারো ঘন্টা কীর্তন উৎসবে তাদের সমস্ত রকম অনন্য সুর, সঙ্গীত এবং ভাবে অনবদ্য করে তোলেন।

একদা আর্ল মালিকানাধীন, লাফ আর্ন এর ২২ একর সবুজে সমৃদ্ধ দ্বীপটি প্রকৃতপক্ষেই ভগবানের দিব্য নামে নিমজ্জিত হওয়ার প্রকৃষ্ট স্থান। রবিবার ১৩ই অক্টোবর উদযাপিত গোবিন্দ দ্বীপ মেলোর জন্য প্রায় নব্বই জন লেক বরাবর একটি বজরার ব্যবস্থা করেন। তারা সমগ্র আয়ারল্যান্ড যথা ডাবলিন, ওয়েক্সফোর্ড, স্লিগো, গলওয়ে এবং উইকলো থেকে ভক্তদের স্বাগত করেছিল। এছাড়াও ভারতবর্ষ, মরিশাস, ভক্তিবেদান্ত ম্যানোর এবং পূর্ব ইউরোপের ভক্তরাও ছিল। কোন ভক্ত আবার নতুনদেরও এনেছিল যারা প্রথমবারের জন্য মন্দিরে যাচ্ছিল।

সংস্থাপকরা বহু মাস যাবৎ কঠোর প্রয়াস করছিল, বৃহৎ রূপান্তরিত অট্টালিকাটির মন্দির কক্ষটিকে সুন্দরভাবে সুসজ্জিত করা হয়েছিল। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সিংহাসন সুদৃশ্য ফুল দ্বারা সুশোভিত করা হয়। ছাদ থেকে ম্যাপল পাতার ফেস্টুন টাঙানো হয় এবং রূপালী ফুল খিলান থেকে ঝোলান হয়।

আইরীশ বংশোদ্ভুত শ্রীল প্রভুপাদ শিষ্য ত্রিভুবনাথ প্রভুর প্রতিকৃতি একটি ছোট্ট সুসজ্জিত টেবিলে স্থাপন করা হয় যিনি ২০০১ সালের ১৬ই অক্টোবর অপ্রকট হন। একজন পদাঙ্ক অনুসরণকারী প্রচারক যিনি আইরিশ যাত্রাকে একত্রিত করেছিলেন, যার লক্ষ্য ছিল, 'নিরলসভাবে উৎসবের মেজাজে শ্রীকৃষ্ণ দিব্য কীর্তন প্রচার' ফলক বহন করা।

গোবিন্দদীপ মেলো সকাল সাতটার সময় শ্রীবিগ্রহ অভ্যর্থনা এবং ডেরেক ক্যারোলের প্রবচন দিয়ে শুরু হয়, সাথে প্রাতরাশও ছিল। কীর্তন নেতৃবৃন্দ শ্রীশ্রী রাধাগোবিন্দের সম্মুখে সকাল ৯ঃ৩০ থেকে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত তাঁদের সন্তুষ্টির জন্য অনবদ্য কীর্তন পরিবেশন করেন।

TOVP পূজারী ফ্লোর ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে উদ্বোধন হবে এবং মন্দির উদ্বোধন হবে ২০২২ সালে

মাধব দাস ঃ ইসকন মূল কেন্দ্র বৈদিক তারামন্ডলের পূজারী ফ্লোর ২০২০ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী উদ্বোধন হবে। এই অবিসংবাদী সাফল্য নির্মাণ প্রগতিতে এমন এক গতির সঞ্চার করছে যা থেকে ২০২২ সালে মূল মন্দির এবং শ্রীবিগ্রহের স্থাপনের মহা সমারোহের তোপধ্বনী শোনা যাচ্ছে।

একলক্ষ বর্গফুটের মন্দিরের অর্থ সংগ্রাহক ব্রজবিলাস দাস বলেন, এই পূজারী ফ্লোরটি বিশ্বের বৃহত্তম পূজারী স্থান। এখানে ভগবান শ্রীশ্রী রাধামাধব, পঞ্চতত্ত্ব এবং ভগবান

নৃসিংহদেবের সেবার সমস্ত সুবিধা সুলভ হবে। এরমধ্যে বহু কক্ষ থাকবে যা বিগ্রহের গহনা, মালা, ভোগ রান্নাঘর, উৎসব রান্নাঘর, উৎসব প্রস্তুতি কক্ষ, ভগবানের পোশাক তৈরী কক্ষ এবং পুজারী আবাসন থাকবে।

পূজারী ফ্লোর, মন্দির ফ্লোর এবং ইউটিলিটি ফ্লোরের মধ্যবর্তী স্থানে হবে। এটিকে এক বিশেষ মানক যা মায়াপুরের প্রধান পুরোহিত জননিবাস দাস প্রদান করেছেন সেইমত হবে যেমন সুরক্ষা, স্বচ্ছতা, আরামদায়ক এবং শ্রীবিগ্রহ সমূহের পরমসেবা, বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা, আলোক ব্যবস্থা, অগ্নিশমন ব্যবস্থা, সুরক্ষা ব্যবস্থা, জন ঘোষণা ব্যবস্থা, সি সি টিভি, ওয়াটার লিকিং ডিটেকশন ব্যবস্থা, ধূম উদ্গিরন সনাক্তকরণ, বাতানুকুল ব্যবস্থা ইত্যাদি।

পূজারী ফ্লোরে চলমান সিঁড়ির ব্যবস্থা থাকবে যাতে করে সিংহাসন পর্যন্ত ভোগ, পূজার অন্যান্য বস্তু সহজেই বহন করা যায় এবং নামিয়ে আনা যায়। মন্দির সচিব অম্বরীশ দাস (আলফ্রেড বি ফোর্ড) বলেন, মন্দিরটি বৃহৎ এবং এক ক্ষেত্র থেকে অন্য ক্ষেত্রে যাওয়া কঠিন। তাই আমরা যতদুর সম্ভব পুজারীদের জন্য এটিকে সহজ করার চেষ্টা করছি।

এই নব ফ্লোরটির শুভ উদ্বোধন আগামী বছর ১৩ই ফেব্রুয়ারী নির্ধারণ করা হয়েছে, গত বছর চক্র স্থাপনের মতো করে যথা যজ্ঞ, শোভাযাত্রা, কীর্তন, প্রসাদম ইত্যাদি সহযোগে করা হবে। এটি অম্বরীশ দাস এবং অন্যান্য দল সদস্যদের কাছে এক বিরাট সুযোগ যা তাদের মূল মন্দির উদ্বোধনের তারিখ ঘোষণার মতো উৎসাহ ব্যঞ্জক এক পরিবেশের সৃষ্টি করবে।

যখন এই বৈদিক তারামন্ডল সম্পূর্ণ হবে যা নিত্যানন্দ প্রভু এবং জীব গোস্বামী ভবিষ্যত বাণী করেছিলেন এবং বর্তমান সময়ে শ্রীল প্রভুপাদ অভিলাষ করেছিলেন তা হবে বৈদিক জ্ঞানের মুকুট এবং প্রজন্মের জন্য আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির পীঠস্থান।

ফার্ম কনফারেন্স ইসকনের গাভী সুরক্ষার পঞ্চাশ বৎসর উদযাপন করলো

ইসকন নিউজ ঃ তৃতীয় উত্তর আমেরিকান ফার্ম সম্মেলন চল্লিশটিরও বেশী ইসকন কৃষক, নেতৃবৃন্দদের সমর্থনকারীদের গো-সুরক্ষা এবং কৃষিকার্যে সম্মেলনে একত্রিত করেছিল এবং ইসকনে গো-সুরক্ষার পঞ্চাশ বৎসর উৎসব উদযাপন করেছিল।

পশ্চিম ভার্জিনিয়ার নববৃন্দাবনে ৪ থেকে ৬ই অক্টোবর এই সম্মেলন পালিত হয় যেখানে ১৯৬৯ সালে বসন্ত ঋতুতে ইসকনের প্রথম গো-সুরক্ষার কর্মসূচি সূচিত হয় একটি কালো জার্সি গাভী দিয়ে, শ্রীল প্রভুপাদ যার নাম দেন 'কালীয়'।

যৌথভাবে ইসকন নববৃন্দাবন, ইকো-বৃন্দাবন, ইসকন মিনিষ্ট্রি ফর কাউ প্রোটেকসন এন্ড এগ্রিকালচার এই সম্মেলন সংগঠিত করেন যেখানে অষ্ট্রেলীয়া, কানাডা, যুক্তরাজ্য এবং সমগ্র যুক্তরাষ্ট্র থেকে অতিথিবৃন্দ আসেন। যেখানে নববৃন্দাবনের সূচনালগ্নের বহু ভক্তও ছিলেন।

নববৃন্দাবন পরিচালকবর্গ গো-সুরক্ষা এবং কৃষি সম্বন্ধিয় অনুষ্ঠানে বিশেষ উৎসাহ বোধ করেন। তারা তাদের নতুন স্বেচ্ছা অনুষ্ঠান যথা নিউ গোবর্ধন কৃষ্ণ ভিলেজ এর ন্যায় অনুষ্ঠান তৈরীতে আগ্রহী হন। অনেক সদস্য আগুয়ান হন উত্তর আমেরিকাতে ইসকনের মিনিষ্ট্রি ফর কাউ প্রোটেকশন এবং এগ্রিকালচারের প্রতিনিধিত্ব করতে।

জগন্নাথ মন্দির টেন্ট মহামন্ত্রকে ভক্তি উৎসবে সামিল করলো

ইসকন নিউজ ঃ লাগাতার দ্বিতীয় বৎসর জগন্নাথ টেম্পল টেন্ট ভক্তি উৎসবে অংশগ্রহণকারীদের হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপে নিমজ্জিত করেছিল।

ইসকন ভক্তরা বিগত কাল থেকেই যোগা এবং পবিত্র সংগীত উৎসবে কীর্তন পরিবেশন করে কিন্তু শুধুমাত্র গত বৎসর যেখানে একটি নির্দিষ্ট শিবির স্থাপন করা হয়েছিল।

জগাই নিতাই দাস, লগুনা বীচ টেম্পলের একজন সক্রিয় সদস্য, ভক্তি কেন্টে এই বছর যিনি জগন্নাথ টেম্পল টেন্ট সংগঠিত করেন। উৎসবটি ক্যালিফোর্নিয়ার জোসুয়াট্রির সন্নিকটে টোয়েন্টি নাইন পাসে ২৫ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পালিত হয়। সমগ্র যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রায় পনের জন ভক্ত সহায়তা করার জন্য আগমন করেন।

জাঁকজমক পূর্ণ শ্রীশ্রীজগন্নাথ বিগ্রহ শকুন্তলা জেখিন অর্চনা করেন এবং ৪০০ স্কোয়ার ফুট সুসজ্জিত তাঁবু জুড়ে অবস্থান করেন। তাঁবু ঝাড়লণ্ঠন এবং সুদৃশ্য কার্পেট দ্বারা সজ্জিত ছিল। দিনের বেলাতে ৩টে থেকে সাড়ে ছটা পর্যন্ত কীর্তন চলে। ঠিক ৬.৪৫ মিনিট সমস্ত ঝাড় লণ্ঠন এবং মোমবাতি প্রজ্জ্বলিত করা হয়। প্রায় আশিজন ভক্ত সান্ধ্যকালীন কীর্তনের জন্য টেন্টে সমবেত হন এবং অনেকে বাইরেও নৃত্য করেন।

কীর্তনকারীদের মধ্যে রাধানাথ স্বামী, গৌরবাণী, ভরদ্বাজ দাস এবং বিশ্বম্ভর শেঠ মায়াপুরীরা ভগবানের দিব্য নামকীর্তনে নেতৃত্ব দেন আর তখন ভক্তরা ভগবান জগন্নাথকে ফুল ও প্রদীপ নিবেদন করেন। ভক্তরা তার পর কুকিস এবং মিক্সড নাট প্রসাদম সমবেত ভক্তগণের মধ্যে বিতরণ করেন।

ভক্তি ফেস্ট ক্লাস এবং পাঠক্রমের জন্য সুবিদিত, গৌরবাণী একটি কীর্তন শিক্ষার কোর্সও করান যেখানে কীর্তন শেষে ছাত্রদের বিশেষ শিক্ষাও দেন।

ভক্তরা শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থও বিতরণ করেন যার খুব ভাল সাড়া পাওয়া যায়। তারপর গৌরবাণী মূলমঞ্চে ইংরেজী গানের কথাসহ কীর্তন পরিবেশন করেন তিনি রাধানাথ স্বামী এবং অন্যান্য ভক্তদের মঞ্চে আহ্বান করেন দেড়ঘন্টা মনমাতানো কীর্তন পরিবেশন করার জন্য।

ব্রহ্মসংহিতা

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্।। ১।।

সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ গোবিন্দ কৃষ্ণই পরমেশ্বর। তিনি অনাদি, সকলেরই আদি এবং সকল কারণের কারণ।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ — শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর। ভগবানের অসংখ্য অবতার আছে। সেই অবতারদেরও ঈশ্বর বা ভগবান বলা হয়। কিন্তু সমস্ত ঈশ্বরদের ঈশ্বর বা পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। সমস্ত অবতারদের উৎস বা অবতারী হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। নিজস্ব নিত্য নাম, নিত্য রূপ, নিত্য গুণ ও নিত্য লীলা বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণই সর্বোপরি বিরাজমান পরম তত্ত্ব। ঈশ্বরঃ পরমঃ। পরমেশ্বর। তাঁর নাম কৃষ্ণ। তিনি সবাইকেই আকর্ষণ করেন। সর্বাকর্ষক। 'কৃষ্ণ' নামটি তাঁর প্রেমাকর্ষণ লক্ষণ সমন্বিত নিত্য নাম। ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ — অসংখ্য অবতার থাকলেও পরম ঈশ্বর হচ্ছেন কৃষ্ণ, যাঁর থেকে সমস্ত অবতার উৎপত্তি হয়েছেন।

সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ — সৎ-চিৎ-আনন্দময় দ্বিভূজ শ্যামসুন্দর মুরলীধর রূপই তাঁর নিত্য রূপ। তাঁর রূপটি চিরন্তন। ক্ষণিকের জন্য নয়। সৎ বা নিত্য রূপ। কোনও জড় জাগতিক রূপ নয়। চিন্ময় রূপ। জ্ঞানময় রূপ। চিৎ বা জ্ঞানময়। তিনি কোনও বিমর্ষ বা দুঃখী রূপে প্রকাশিত নন। তিনি নিরানন্দময় নন। আনন্দময়। সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ। আমরা যেমন চিৎকণা আত্মা যেটি দেখা যায় না। আমরা যে স্থূল দেহটি ধারণ করেছি সেটি জড় এবং অনিত্য। আমাদের যে সূক্ষ্ম দেহ বা মন-বুদ্ধি-অহংকার যুক্ত দেহটি রয়েছে, তা হর্ষ বিমর্ষ দুঃখ সমন্বিত। আমাদের নাম, আমাদের দেহের রূপ ও আমাদের আত্মার রূপ আলাদা। কিন্তু কৃষ্ণের দেহ ও আত্মা এক। সর্ব্বদা

আনন্দময়। যারা নির্বিশেষবাদী, তারা বলে যে, ভগবানের কোনও রূপ নেই, আকার নেই। তা ব্রহ্মজ্যোতি মাত্র। বলা হয়, সেই ব্রহ্মজ্যোতি হচ্ছে রূপময় শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গপ্রভা মাত্র।

অনাদিরাদিঃ — তিনি অনাদি, সকলেরই আদি তিনি গোবিন্দ। কৃষ্ণ স্বয়ংরূপে অনাদি। যখন কিছুই ছিল না, তখন তিনিই ছিলেন। যখন কিছুই থাকবে না, তখন তিনিই থাকবেন। কৃষ্ণ অনাদি। তাঁর থেকেই সবকিছু উৎপত্তি। অহং সর্বস্য প্রভবঃ, (গীতা)। যখন কিছুই ছিল না, তখন তিনি ছিলেন। তাই তিনি অনাদি। সব কিছুরই আদি আছে, অন্ত আছে। কিন্তু কৃষ্ণের আদি বা অন্ত নেই। তাই কৃষ্ণ অনাদি ও অনন্ত। কৃষ্ণ আদি রহিত, অনাদি। ব্রহ্মজ্যোতি এবং পরমাত্মা যাঁর থেকে উৎপত্তি তিনি সবার আদি। স্বয়ংরূপে অনাদি এবং তিনি ব্রহ্মজ্যোতি ও পরমাত্মার আদি। অনাদিরাদিঃ।

তিনি অনাদি, সকলেরই আদি তিনি গোবিন্দ। কৃষ্ণ স্বয়ংরূপে অনাদি। যখন কিছুই ছিল না, তখন তিনিই ছিলেন। যখন কিছুই থাকবে না, তখন তিনিই থাকবেন। কৃষ্ণ অনাদি। তাঁর থেকেই সবকিছু উৎপত্তি। অহং সর্বস্য প্রভবঃ, (গীতা)।

গোবিন্দঃ — তিনি গোবিন্দ। গো-অর্থে জ্ঞান, ইন্দ্রিয়, গাভী, জগৎ বোঝায় এবং বিন্দ-অর্থে সমন্বিত, আনন্দ, তুষ্টিসাধন ও পালন বোঝায়। তিনি সমস্ত জ্ঞান সমন্বিত, সর্ব ইন্দ্রিয়ের আনন্দ স্বরূপ, সুরভী আদি গাভীদের পালনকর্তা, জগতের পোষণ কর্তা। তিনি লীলা লক্ষণ লক্ষিত, গোপতি, গোপপতি, গোপীপতি, গোকুলপতি ও গোলোকপতি গোবিন্দ। আমাদের একাদশ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সেব্য অভিধেয় অধিদেব গোবিন্দ।

সর্বকারণ কারণম্ — তিনি সমস্ত কারণেরও কারণ। সমগ্র জগতের মূল হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। আমরা কিছু করতে চাই, কিছু পেতে চাই। তার কারণ কি? কারণ হলো আমাদের কিছু অভাব আছে, যা পেলে সুখী হবো। কিন্তু ভগবানের কিছু অভাব নেই। তিনি ভাবময় ব্যক্তিত্ব। তিনি চান 'বহু স্যাম্ ভব' আমি নিজেকে বিস্তার করব এবং আমার ইচ্ছা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভাব অনুসারে চলবে আমাকে সমাদর করবে, কিংবা নিজ নিজ ইচ্ছায় আমাকে সমাদর না করেও চলতে পারে। কৃষ্ণ যে সর্বকারণের মহান স্রষ্টা কারণোদকশায়ী ভগবানেরও কারণ, সেই কথা মাতা দেবকী কৃষ্ণের স্তব করে বলছেন —

যস্যাংশাংশাংশভাগেন বিশ্বোৎপত্তিলয়োদয়াঃ।
ভবন্তি কিল বিশ্বাত্মংস্তং ত্বাদ্যাহং গতিং গতা।।

হে আদিপুরুষ (আদ্য), নিখিল-অন্তর্যামী (বিশ্বাত্মা), যাঁর অংশ হচ্ছেন মহাবিষ্ণু (যস্যাংশ), তাঁর অংশ হচ্ছেন প্রকৃতি বা মায়া, মায়ার অংশ পরমাণু (যস্যাংশাংশাংশভাগেন) দ্বারা এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার ক্রিয়া (বিশ্বোৎপত্তিলয়োদয়াঃ) সাধিত হয় (ভবন্তি), হে পরমেশ্বর সেই আপনাকে আমি আশ্রয় করেছি (ত্বাং গতিং গতা)।

চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ-
লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্।
লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।। ২৯।।

লক্ষ লক্ষ কল্পবৃক্ষে আবৃত, চিন্তামণি দ্বারা গঠিত গৃহ সমূহে সুরভী বা কামধেনুদেরকে যিনি পালন করছেন, এবং শতসহস্র লক্ষ্মীগণ কর্তৃক যিনি সাদরে পরিসেবিত হচ্ছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

চিন্তামণি প্রকরসদ্মসু — গোলোক ধামের গৃহগুলি চিন্ময় রত্ন দিয়ে গঠিত। চিন্তামণি হচ্ছে অভীষ্ট ফলপ্রদ রত্ন বিশেষ। যা যেরকম চিন্তা করা হবে সেই মণি সেইরকম অভীষ্ট পূরণ করবে। মায়াশক্তি যেরকম জড় পঞ্চভূত (মাটি, জল, আগুন, বাতাস, আকাশ) দিয়ে জড়জগৎ গঠন করেন, চিৎশক্তি সেইরকম চিন্তামণি দিয়ে চিদ্‌জগৎ রচনা করেন। গোলোকে ভগবানের আবাস যে চিন্তামণি দিয়ে গঠিত, সাধারণ চিন্তামণি অপেক্ষা সেই চিন্তামণি অধিকতর দুর্লভ ও উপাদেয়।

জড়জগতে ঘর বানাতে হলে উপযুক্ত জড় উপাদান লাগবে। ভালো মিস্ত্রী লাগবে। যন্ত্রপাতি লাগবে। সময় লাগবে। অর্থকড়ি লাগবে। তবুও মনের মতো গৃহ না তৈরি হতে পারে।

কিন্তু ভগবদ্ধামে চিন্তন মাত্রই মনোরম অসংখ্য গৃহ প্রকাশিত হয়ে থাকে।

কল্পবৃক্ষ লক্ষাবৃতেষু — গোলোকের মনোরম গৃহগুলো লক্ষ লক্ষ কল্পবৃক্ষে ঘেরা। সাধারণ কল্পবৃক্ষ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ রূপ ফল প্রদান করে। আর, শ্রীকৃষ্ণের আবাসে কল্পবৃক্ষগণ প্রেমবৈচিত্র রূপ অনন্ত ফল দিয়ে থাকেন।

সুরভীরভিপালয়ন্তম্ — কামধেনুগণকে কৃষ্ণ সর্বতোভাবে পালন করছেন। সাধারণ কামধেনুগণ দোহন করা মাত্র প্রচুর দুধ দেয়। আর, গোলোকের কামধেনুগণ শুদ্ধ ভক্তজীবদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণের জন্য চিদানন্দ স্রাবী দুধ-সমুদ্র সর্বদা ক্ষরণ করে। সেই দুধ পান করা মাত্র হৃদয়ে প্রেমানন্দ উথলে ওঠে।

লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং — অসংখ্য লক্ষ্মী অর্থাৎ গোপীগণ কর্তৃক সম্ভ্রম বা যত্ন সহকারে কৃষ্ণ পরিসেবিত হচ্ছেন। সহস্রশত লক্ষ্মী বলতে বোঝায় অসংখ্য গোপসুন্দরী। তাঁরা অত্যন্ত যত্ন সহকারে শ্রীগোবিন্দের সেবা করছেন। সম্ভ্রম বলতে বোঝায় সাদরে বা প্রেমে আপ্লুত হয়ে। লক্ষ্মী-শব্দে বোঝায় গোপসুন্দরী।

গোবিন্দমাদিপুরুষং — আদিপুরুষ গোবিন্দ। আদিপুরুষ বলতে যিনি সকলেরই আদি ব্যক্তিত্ব গোবিন্দ।

তমহং ভজামি — তাঁকে আমি ভজনা করি। সৃষ্টির প্রথম জীব ব্রহ্মা। তিনি শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করছেন। কৃষ্ণের অংশ মহাবিষ্ণু, তাঁর অংশ গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু। তাঁর নাভিপদ্ম থেকে ব্রহ্মার জন্ম। ব্রহ্মা কর্তৃক শ্রীগোবিন্দের সুন্দর বন্দনা শ্রীশ্রীব্রহ্মসংহিতা শাস্ত্রে উল্লেখ রয়েছে।

দক্ষিণভারত পর্যটনকালে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই প্রাচীন শাস্ত্র আবিষ্কার করেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা নবম পরিচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে, ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের পয়স্বিনী নদীতে স্নান করে তীরবর্তী মন্দিরে আদি কেশবকে দর্শন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রেমাবিষ্ট হলেন। সেই মন্দিরে ভক্তদের সঙ্গে ভগবৎ তত্ত্ব আলোচনা করলেন এবং সেখানেই তিনি ব্রহ্মসংহিতা গ্রন্থটি পেয়েছিলেন।

সিদ্ধান্ত-শাস্ত্র নাহি ব্রহ্মসংহিতার সম।
গোবিন্দমহিমা জ্ঞানের পরম কারণ।।
অল্পাক্ষরে কহে সিদ্ধান্ত অপার।
সকল বৈষ্ণবশাস্ত্র মধ্যে অতি সার।।
(চৈঃচঃ মধ্য ৯। ২৩৯-২৪০)

ব্রহ্মসংহিতা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্র গ্রন্থ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ব্রহ্মসংহিতার পঞ্চম অধ্যায় আদি কেশব মন্দির থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। এই পঞ্চম অধ্যায়ে অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে। এই অধ্যায়ে ভগবদ্ভক্তির পন্থা, অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র, আত্মা, পরমাত্মা, সকাম কর্ম, কামগায়ত্রী, কামবীজ, কারণোদকশায়ী বিষ্ণু, কৃষ্ণধামের চিৎবৈশিষ্ট্য, গণেশ, গর্ভোদকশারী বিষ্ণু, গায়ত্রীর উৎপত্তি, গোকুল, গোবিন্দের রূপ, স্বরূপতত্ত্ব ও ধাম, জীবতত্ত্ব, জীবের প্রাপ্য স্বরূপ, দুর্গা, তপঃ, পঞ্চভূত, প্রেম, ব্রহ্ম, ব্রহ্মার দীক্ষা, ভক্তিচক্ষু, ভক্তিসোপান, মন, মহাবিষ্ণু, যোগনিদ্রা, রমা, রাগমার্গীয় ভক্তি, রাম প্রভৃতি অবতার, শ্রীবিগ্রহ, বদ্ধজীব, তার সাধন, বিষ্ণুতত্ত্ব, বেদসার স্তব, শম্ভু, বৈদিক শাস্ত্র, স্বকীয়, পরকীয়, সদাচার, সূর্য ও হৈমাণ্ড প্রভৃতি বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে।

কাঁঠালের স্বাদ

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের শিক্ষামূলক গল্প হতে সংগৃহীত

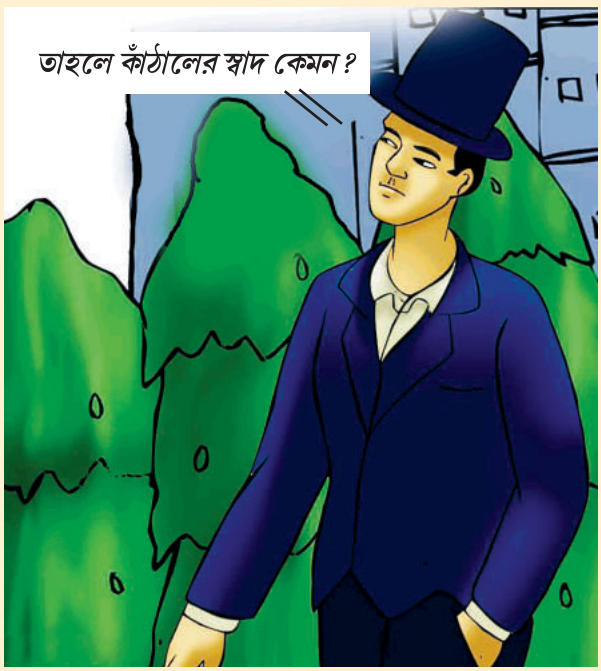

উপদেশ ঃ এই গল্প তথাকথিত দার্শনিকদের পরম সত্যকে জানার প্রয়াসের কথা বর্ণনা করে। এই সেই সমস্ত দার্শনিক কিরূপে শ্রীকৃষ্ণের লীলা সমুহ অনুধাবন করতে পারবেন বিশেষত রাসলীলাদি।

মশলা ধোসা

উপকরণ ঃ (ধোসার জন্য) খোসা ছাড়ানো বিউলী ডাল ২ কাপ। গোবিন্দ ভোগ চাল ৪ কাপ। সেদ্ধ করা আলু ৫০০ গ্রাম। কাঁচা লংকা ৫-৬ টি। আদা বাটা ১ টেবিল-চামচ। ধনে গুঁড়ো ১ চা-চামচ। জিরে গুঁড়ো ১ চা-চামচ। লবন, হলুদ, চিনি পরিমাণ মতো। ঘি ১ কাপ। পাতি লেবু ১টি। ধনেপাতা কুচি ১ কাপ।

(চাটনীর জন্য) নারকেল কোরা ১ কাপ। ছোলা ভাজা ৫০ গ্রাম। কাঁচা লংকা ২টি। ধনে পাতা কুচি আধ কাপ। পুদিনা পাতা ১০ টি। লবন সামান্য। এই সবগুলি চাটনীর উপকরণ একসঙ্গে শিলনোড়াতে বেটে নিয়ে একটা পাত্রে রাখুন। চাটনী তৈরি।

(সাম্বার ডালের জন্য) অড়হর ডাল ২৫০ গ্রাম। গাজর ১টি। ঢেঁড়স ৪টি। কুমড়ো ১ টুকরো। সজনে ডাঁটা ১টি। আমচুর পাউডার ১ টেবিল চামচ। লবন, হলুদ ও চিনি প্রয়োজন মতো। ডালে ফোড়নের জন্য গোটা জিরা ১ চা-চামচ, শুকনো লংকা ৪ টি। সাম্বার মশলা ১ টেবিল চামচ।

আলুর পুরের জন্য গরম মশলা গুঁড়ো ১ চা-চামচ।

প্রস্তুত পদ্ধতি ঃ বিউলী ডাল ও চাল বেছে ধুয়ে ৬ ঘন্টা মতো ভিজিয়ে রাখুন। পরে জল ঝরিয়ে মিক্সিতে বেটে একটু গরম জল দিয়ে লেইয়ের মতো করে লবণ দিয়ে গুলিয়ে ঢাকনা চাপা দিন ৮ থেকে ১০ ঘন্টা অবধি। এই মিশ্রণটি গেঁজিয়ে উঠবে। তখন হাতা দিয়ে গুলিয়ে দিন। জল প্রয়োজন হলে একটু গরম জল দিয়ে গুলে নিন।

উনানে কড়াই বসিয়ে দিন। সেদ্ধ আলুগুলো টুকরো টুকরো করে নিন। কড়াই গরম হলে তাতে অল্প ঘি দিন। গোটা জিরে ফোড়ন দিন। আদা বাটা, লংকা কুচি, ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো দিয়ে কশিয়ে অল্প জল দিয়ে তাতে সেদ্ধ আলু টুকরোগুলো দিন। লবণ ও চিনি দিন। ১ চা-চামচ গরম মশলা দিয়ে নাড়ুন। শুকনো শুকনো হয়ে এলে নামিয়ে নিন। পুর তৈরি।

সবজিগুলো ছোট ছোট টুকরো করুন। অড়হর ডাল ও সবজি টুকরো গুলো একসঙ্গে সেদ্ধ করে পাত্রে তুলে নিন। শুকনো লংকা, গোটা জিরে, কড়াইতে ফোড়ন দিয়ে লবন, চিনি ও আমচুর গুঁড়ো দিন। সেদ্ধ ডাল ও সবজি ঢেলে দিন। কয়েকটি কারি পাতা ও ১ টেবিল চামচ সাম্বার মশলা দিন। ফুটে উঠলে নামিয়ে রাখুন। সাম্বার ডাল তৈরি।

একটি তাওয়া উনানে বসান। তাওয়া গরম হলে ১ চামচ ঘি দিন। ধোঁয়া ছাড়লে একটু জল ছিটিয়ে দিন। জলটা নাচতে থাকলে বুঝতে পারবেন যে, তাওয়া প্রস্তুত। এবার ডাবু হাতায় করে ধোসার মিশ্রণ বা মণ্ড নিয়ে তাওয়ার মাঝখানে ঢেলে দিয়ে হাতার পেছনটা দিয়ে মণ্ডটি তৎক্ষণাৎ যতটা সম্ভব হালকা ছড়িয়ে দিন। এবার ধোসার নিচের দিকটা যখন সেঁকা হয়ে যাবে, তখন উল্টিয়ে দিয়ে চারদিকে একটু ঘি ছড়িয়ে দিয়ে, মাঝখানে আলুর পুর দিয়ে ধোসাটিকে বড় পাটিসাপটার মতো মুড়ে দিন, আর সেটি তাওয়া থেকে নামিয়ে নিন।

আলুর পুর দেওয়ার আগে পুরটিতে পাতিলেবুর রস ছড়িয়ে দিতে পারেন।

সব কয়টি ধোসা তৈরি হয়ে গেলে থালাতে ধোসা, তাতে একটি বাটিতে চাটনি, অন্য বাটিতে সাম্বার ডাল দিয়ে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণকে ভোগ নিবেদন করুন।

—রত্নাবলী গোপিকা দেবী দাসী

শ্রীবসন্ত পঞ্চমী

সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী

চিন্তন করিলা পৌর্ণমাসী দেবী
ব্রজের ভূমিতে বসি।
অদ্ভুত জনম লীলা করে প্রভু
এই ধরাধামে আসি।।
বিগত দিনের ভক্তজন সবে
ভজে পতি রূপে যাঁরে।
মোহন সুন্দর সেই প্রভু আজি
আছে যশোদার ঘরে।।
সেই ভক্ত সবে গোপকন্যা রূপে
জন্মেছে আসি এবে।
মিলন করানো কর্তব্য আমার
ধন্য জীবন হবে।।
হরিগুণ গাহে পঞ্চমী সুরে
সরস্বতী বীণা ধরি।
বসন্ত কালের সূচনা জানায়
প্রকৃতি সুন্দরী।।
বৃক্ষলতায় নব পল্লব
বাসন্তী রঙের ফুল।
স্বচ্ছ যমুনা বহে কুলুকুলু
গুঞ্জয়ে অলিকুল।।
ডাকয়ে কোকিলা নাচে পিকরাজি
আকাশে শুভ্র মেঘ।
বাসন্তী পবন বহে ধীরে ধীরে
প্রেমের পরশ দিয়ে।।
সর্ব পূজনীয় পৌর্ণমাসী তবে
বুলয়ে দ্বারে দ্বারে।
শুক্ল শুভতিথি মাঘী পঞ্চমীর
মহিমা প্রচার করে।।
এই দিন সবে কুমারী বহুড়ী
হবে রে ভাগ্যবতী।
শ্রীবসন্ত বটে বসন্ত রাজের
আরাধনা করে যদি।।

হলুদ গায়ে মাখি শুচি স্নান করি
নতুন বসন পরি।
বাসন্তী রঙের বেশ ধরি যাহ
পূজার ডালি ধরি।।
দলে দলে তবে গোপবালিকারা
চলিলা সেই কাজে।
দেখে বটমূলে কমনীয় রূপের
অধরে মুরলী বাজে।।
চরণে নূপুর সুপীত অম্বর
বদনে মধুর হাসি।
কমল নয়ন শ্যাম সুন্দর
চাঁচর কুন্তল রাশি।।
নর্তন ভঙ্গিমা মুরলী মূর্ছনা
চপল চাহনী হেরি।
পদ্মনয়না সুন্দরী সবে
তাঁহারে রহিল ঘিরি।।
আরতি করিলা হৃদয় ভরিয়া
জীবন কুসুম ডালি।
সঁপিলা বসন্ত রাজের চরণে
নাও মোরে তুমি তুলি।।

হইলা প্রেমময় রাস নর্তন
বসন্ত পঞ্চমী তিথি।
শুভমতি জন করয়ে স্মরণ
চাহে কৃষ্ণ-ভকতি।।
বসন্ত পঞ্চমী শ্রীকৃষ্ণ পূজা
বৈষ্ণব সেবন।
করয়ে যেজন বরজ নাথের
প্রিয়ভাজন হন।।

হরেকৃষ্ণ, এতদ্বারা সকলকে জানানো হচ্ছে যে, আপনারা আপনাদের গ্রাহক ভিক্ষা নিম্নলিখিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা করুন।

Name: ISKCON, Account No : 005010100329439

AXIS BANK (Kolkata Main Branch)

7 Shakespeare Sarani, Kolkata, IFSC : UTIB0000005

আজই গ্রাহক হবার জন্য যোগাযোগ করুন

লগ-অন করুনঃ

www.bhagavatdarshan.in

Email : btgbengali@gmail.com

আপনার যোগাযোগের নম্বর

9073791237

বেলা ১২টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা
(সোম থেকে শনি)